182 Bd 901

A VOYAGE AND COMMERCE OF HE ANCIENT HINDUS.

প্রাচীন হিন্দুদিগের

দ্রেযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার।

RARE BOOK

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত

ও

শ্রীরজনীনাথ দত্ত-সম্পাদিত।

IMPERIAL LIBRARY
Imp. 1467
CALCUTTA

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

Calcutta:

PRINTED BY S. BHATTACHARYYA,
METCALFE PRESS:
3/4, GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET.

PUBLISHED BY SANSKRIT PRESS DEPOSITORY.
30 CORNWALLIS STREET.

1901.

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section.

বিজ্ঞাপন।

আমার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতা ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার আকার ন্যূনাধিক ৩৬ পৃষ্ঠা হইবে। সেই প্রবন্ধটি এই পুস্তকের মেরুদণ্ড। বর্ত্তমান পুস্তকে যদি কোন ভ্রম প্রমাদ বা অযৌক্তিক কথা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সে দোষ আমার, —আমার স্বর্গীয় পিতার নহে। গ্রন্থখানির কয়েক স্থানে মুদ্রাঙ্কণ ত্রুটি ঘটিয়াছে। যদি বারান্তরে মুদ্রিত করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই গুলির সংস্কার করিয়া দিব।

শ্রীরজনীনাথ দত্ত।

ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি
বিষয়ের ব্যবস্থা তত্তজ্জাতীয় সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতদিগের
বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে *। সাধারণ ব্যক্তিদিগ
সকল নিয়মের বশবর্ত্তী করিবার জন্য বিধিবিশে
গুলিকে ধর্ম্ম ও রাজশাসন সংশ্লিষ্ট করিতে হয়।
সাধারণকে নূতন ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী করা দুরূহ ব্যা
আমাদিগের দেশেও উক্ত প্রকারের নিয়মাদি প্রচ
হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় দেবপদাভিষিক্ত মাননীয় চিন্তা
ব্যক্তিদিগের † হৃদয়ে এইরূপ ধারণা সমুৎ
হইল যে, ইহজগৎ কিছুই নয়; ইহা মরিচিকাব
ভ্রমাত্মক। পার্থিব কার্য্যকলাপদ্বারা ক্ষণভঙ্গুর
অস্থায়ী জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হয় সত্য, কিন্তু যাহা
স্থায়ী নয় তাহার জন্য যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায় তাহা
বৃথা। অতএব এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব জীবনের
সুখসমৃদ্ধিকর সর্ব্বকর্ম্মই নিষ্ফল। পরলোকই নিশ্চিত,
ইহা সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত; অতএব দেহান্তে যাহাতে
স্বর্গলাভ হয় তাহাই মানবের করণীয়। তাঁহারা পরিদৃশ্য-

---

* বিধি-ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তক ব্যক্তিরা যদি স্বার্থপরায়ণ ও পাপাশয় হন,
হইলে দেশের কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয় তাহা আর বলিবার আবশ্যক
। কিন্তু যদি তাঁহারা ভদ্রনামের অধিকারী হন তাহা হইলে নিশ্চয়
শের উন্নতি-পথ প্রসারিত হইয়া থাকে।

† পুরাণাদি শাস্ত্রকারদিগের

গতের প্রত্যক্ষ উন্নতিকর বিষয়কর্ম্মে অমনোযোগী
অজ্ঞেয় পথের পথিক হইলেন। বিধিব্যবস্থাপূর্ণ
স্তকে পূর্ব্বোক্ত কল্পিত মতপোষক উপন্যাস ও
াদি বিনিবেশিত ও সাময়িক নৃপতিবর্গের অনুমোদিত
। ধীরে ধীরে স্ব-সম্প্রদায়ী ও সাধারণ লোকদিগের
াচার মধ্যে বিধিবদ্ধ হইল। কিরূপে শিল্পবাণিজ্যা-
উন্নতি সাধন করিয়া ইহজীবনে সুখসমৃদ্ধি লাভ
ব, তাহা চিন্তা না করিয়া, কি প্রকারে পারলৌকিক
ভোগের পথ প্রশস্ত হইবে লোকে তাহারই চিন্তায়
ন্ন হইল। আবার শিল্পকর্ম্ম অনার্য্য বর্ণাধম শূদ্র ও
সঙ্করজাতিদিগের ব্যবসায় মধ্যে পরিগণিত হইয়া অন্যান্য
বর্ণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও দূষণীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল *,
কৃষিকর্ম্ম এবং চিকিৎসা-বিদ্যাও নিন্দনীয় বলিয়া উপেক্ষিত
হইল †। এইরূপ নানা কারণবশতঃ ধনৈশ্বর্য্যবৃদ্ধিকর

---

* বৃহন্নারদীয়পুরাণ ২১শ অধ্যায়। মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়।

† মনু ১০ম অধ্যায় ৮৪তম শ্লোক :—

কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখং॥

কোন পণ্ডিত কৃষিকে ভাল বলেন তাহা নহে, উহা সাধুকর্ত্তৃক নিন্দিত, কা
হল, কুদাল প্রভৃতি লোহ-প্রান্ত-কাষ্ঠ ভূমিতে নিহিত জন্তুসকলকে নাশকে

পয়ঃ চিকিৎসকস্যান্নং। মনু, ৪অ, ২২০।

চিকিৎসকের অন্ন ভোজন পূয ভোজন সমান।

কৃষিকর্ম্ম বা চিকিৎসা ব্যবসায় সকলের পক্ষে বৈধ নয়, এ বিধি যু
নহে। মন্বাদি ঋষিগণের এরূপ ভ্রমপ্রমাদও বিচিত্র নহে; কারণ কৃৎ
ব্যক্তিদেরই ত ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। চলৎশক্তিবিহীন লোকেরা কি ক
ব্যক্তির কি কখন দৃষ্টিভ্রম হইতে পারে? এমন

াতীয়েরা পৃষ্ঠপোষক না
ভ্যজাতীয়দিগের নিকট আমরা
রাছি। ভারতীয় আর্য্যেরা পারলৌকিক
রূপ অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণা দেখাইয়া
জ্জনকে বিমোহিত করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধাংশও
দি শিল্পাদি বিষয়কার্য্যে দেখাইতেন, তাহা হইলে
সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ধর্ম্মপথ ও সৃষ্টি রহস্য নির্দ্ধারণে
এপর্য্যন্ত যেমন কোন জাতিই আমাদিগকে অতিক্রম
করিতে পারে নাই, সেইরূপ বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধ
সম্বন্ধেও আমরা কাহারও নিকট পরাজিত হইতাম

পূর্ব্বকালীন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আর্য্যগণ বি
কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী না হইলেও, প্রাচীন ভারতে
ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি বহির্ব্বাণিজ্যেও
তাঁহারা যে পশ্চাৎপদ ছিলেন না তাহারও ভূরি ভূরি
প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। ভারতজাত বিবিধ প্রকার দ্রব্য
যে দেশদেশান্তরবাসী লোকদিগের আদরের ধন ছিল, ইহা
বিভিন্ন স্থানীয় লেখকেরা মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন।
মিশর. গ্রীস, ইটালি জর্ম্মানী ইত্যাদি বহুতর স্থানে ভারতীয়
সামগ্রী নীত ও বিক্রীত হইত। বিদেশীয় লোকেরা উহা
ক্রয় করিবার জন্য এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত যে
হইলেও তাহা লইতে কুণ্ঠিত হইত না।

হত্যাদি ব্যতীত কোন র
যায় না। যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
আবশ্যক বোধ হয়, তখন সামান্য
কিন্তু যদি সমুদ্রগামী নৌকা নির্ম্মা
হইলে বহুদর্শী সুনিপুণ শিল্পীর
কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভ

জলযান গঠনের ক্রমোন্নতি হই
বিদেশ গমন সীমাবদ্ধ ছিল। বি
জলরাশি, কৃষ্ণবর্ণ জলধরসমাচ্ছন্ন আকাশ
পর্ব্বতসম তরঙ্গ, সৃষ্টিনাশক ভয়প্রদ ঝটিকা, জীবনা
সংকোচক গিরিদর্পহারী বজ্রধ্বনি ইত্যাদি নানাপ্রকার
বিঘ্ন কিছুদিনের জন্য মনুষ্যদিগকে সমুদ্রযাত্রা করিতে
নিবৃত্ত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহাদের অর্জ্জনস্পৃহা
প্রবল হইয়া উঠিল, তখন ঐ সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও
তাহারা সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া-
ছিল। উহা কার্য্যেও পরিণত হইল। সেকালে
দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, এ সময়ের ন্যায়
উত্তমোত্তম জলযান ও সাগরপথদর্শক্ মান্‌চিত্রেরও
অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি তাহারা জ্যোতিষ্ক ও বায়ু
প্রবাহের সাহায্যে নৌকায় আরোহণ করিয়া দ্বীপদ্বীপা-
ন্তরে গমনাগমনপূর্ব্বক বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিত।
অদ্যাবধি ভারতসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ-নিবাসী হিন্দু

বণিকেরা পূর্ব্বরীতি অনুসারে স্বদেশীয় নৌকায় অধি
হইয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করে। শরৎকালে য
দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয় সেই সময় তাহারা ভার
মুদ্র ও বঙ্গোপসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গানদীতে
প্রবেশ করিয়া কলিকাতা বন্দরে উপনীত হয়। কয়েক-
দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন
করে, এবং উত্তর বায়ু প্রবাহিত হইলেই পণ্যপূর্ণ জল-
নারোহণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়া থাকে। ঐ
কল পর্ণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ, স্বদেশীয় শিল্পী
নাবিকদ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত হয়। কপর্দ্দক,
রিকেল *, নারিকেল—'গুড়,' নারিকেল-রজ্জু, শঙ্খ,
দ্রজাত কীটপঙ্গর ইত্যাদি স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য
লিকাতায় বিক্রয় করে এবং সুরঞ্জিত পরিধেয় বস্ত্র,
স, চিপিটক, ইক্ষুগুড়, ছুরি, কাঁচি, সূত্র ইত্যাদি
য়োজনীয় দ্রব্য কলিকাতা হইতে স্বদেশে লইয়া যায়।
রা আপনাদের নৌকাকে উড়ি বলে †। ইহারা প্রায়ই
দ্র-তটের নিকট দিয়া নৌকা চালাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য

* দ্বীপজাত নারিকেল শাঁস হইতে এখানে তৈল প্রস্তুত
লিহকার সমাদরও কম নয়; কদলীপুষ্পের ন্যায় হুক
ক্রীত হইতে দেখা যায়। নিকোবার ও তৎসন্নি
লিহকা প্রস্তুত হয়।

† সংস্কৃত ভাষায় উড়ুপ শব্দের অর্থ
ত হয়। দ্বীপবাসীদিগের উড়ি

শবাসীদিগের জলযানের সহিত ইহাদের নৌকার
কানই সাদৃশ্য নাই। সহসা দেখিলে, ইহাদের তরণী-
গুলিকে সমুদ্রগামী বলিয়াই বোধ হয় না। তরঙ্গায়িত
বিশাল জলধিবক্ষে এরূপ নৌকা পরিচালন করা সামান্য
সাহসের কার্য্য নহে। মনুষ্যেরা ধনলোভেই এই প্রকার
দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

সমুদ্রযাত্রায় ধনপ্রাণ নষ্ট হইতে পারে; দেশকালানু
রোধে আচারভ্রষ্ট হইবারও সম্ভাবনা। বোধ হয় যে
অপ্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা স্বদেশীয়দিগকে উক্ত প্রম
হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছেন
তাঁহারা দেখিলেন যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল স্বদেশে
উৎপাদিত হয়; অন্য দেশের সাহায্য লইবার কো
প্রয়োজন নাই। অতএব সমুদ্রযাত্রা নিষেধ! নিষে
নিষেধ! যুগে যুগে কালে কালে পূর্ব্ববিধিব্যবস্থা স
ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে *। ব্যবস্থাপকে

---

* বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, ও আদিত্য পুরাণ।

† অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।—মনু ১—৮৫।
ভিন্ন ধর্ম্ম। ফলতঃ যুগক্রমানুসারে ধর্ম্মেরও বৈলক্ষ

র্গা স্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ।—পরাশর

...শ্যক বিবেচনা করিয়াছেন
তাহা প্রচলিত করিতে ত্রুটী করেন নাই এবং ঐ
ল কল্পনাসম্ভূত * ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী শিবোক্তি,
দোক্তি, গণেশোক্তি, ব্রহ্মোক্তি ইত্যাদি দেবোক্তি

শাস্ত্রপ্রণেতা। সত্য যুগের জন্য মনু, ত্রেতার জন্য গৌতম, দ্বাপরের জন্য লিখিত ঋষি এবং কলির জন্য পরাশর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহারা ভিন্ন অন্যান্য শত শত শাস্ত্রকার বিদ্যমান ছিলেন।

* বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ সঃ মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥
মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

নাম, রূপ প্রভৃতি কল্পনা সমুদয় বাল্যক্রীড়ার ন্যায়; যিনি এই রূপ কল্পনাসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ হন তিনিই রিতে পারেন সন্দেহ নাই। বিবেককল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মনুষ্য- ক্ষ প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য । হইতে সমর্থ হয়। যাহারা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, প্রস্তর-নির্ম্মিত -নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধ করিয়া তপস্যাদি করে তাহারা ায়, কারণ জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ হয় না।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েচা প্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথ কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥—মনু ১অ ৮৮—৯১।

ন (মনু) ব্রাহ্মণদিগের, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন দান ও এই ছয় কর্ম্ম কল্পনা করিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের প্রজাপালন, দান,

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ...
উপাখ্যানই ভ্রম, স্বার্থ ও কুসংস্কারময় কল্পনা-স
নিমজ্জমান। পাছে স্বসাময়িক ও উত্তরকালীন লে
তাঁহাদিগের কথায় অশ্রদ্ধা করে, এই নিমিত্ত তাঁ
ঐ সকল নিয়মাবলী নিজ উক্তি না বলিয়া "ঠ
দেবতার" উক্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এরূপ ভা
কারণ কি? ধর্ম্মোপদেশকেরা কি এতই মূর্খ ছি
যে, স্বজাতি ও স্বদেশবাসীদিগকে ভ্রম ও কুসংস্কারা
শিক্ষা দিয়াছিলেন? অথবা তাঁহাদের সত্যপ্রী
থাকায় তাঁহারা ন্যায়পরতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া
সাধারণ লোকে বলিবে যে, ভ্রান্ত না হইলে কে
শিক্ষা দেয় না। কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাসটি ভি
স্বার্থসর্ব্বস্ব মহাত্মারা সত্য * গোপনপূর্ব্বক দেশী
দিগকে কুসংস্কারময় ভ্রমাত্মক শিক্ষা প্রদান
তাহাদিগকে অন্ধকারময় গৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছিলে
আপনারা সত্যালোকে পরম সুখে বিচরণ করি
যাহা সত্য তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে জানিতেন,
সর্ব্বসাধারণকে তাহার বিপরীত উপদেশ প্রদান

অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও বিষয়প্রসক্তি কল্পনা করিলেন। বৈশ্যদিগের পশুপাল
যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধি
ধনপ্রয়োগ কল্পনা করিলেন। শূদ্রেরা বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করি
কল্পনা করিলেন।

* প্রথম টিপ্পনি দেখ।

ন *। সেই পাপে গুরুবংশ ও শিষ্যবংশ অদ্যাবধি
ও কুসংস্কার রূপ ভার বহন করিতেছে। প্রবাদ
যে, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, আর গৃহিনীর পাপে
নষ্ট। তবে গুরুর পাপে উভবংশ নষ্ট, ইহাই
পরিতাপ!

ও ব্যবস্থা প্রবর্ত্তক ব্যক্তিরা প্রথমে অনেক নিগ্রহ
রিয়া থাকেন †। স্ব স্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে
, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করে, কেহ বা তাঁহাদিগের
যথা বা অযথা তীব্রোক্তি বর্ষণ করে। কুরুচিপূর্ণ
ারেরা স্ব স্ব রচিত পুস্তকগুলি ব্যাস কৃত বলিয়া

---

tead of resembling the teachers of true religion in
volent ardour with which they have always commu-
to their fellow-men the knowledge of those important
with which their own minds were enlightened and
d happy, the Sages of Greece, and the Brahmins of
carried on, with studied artifice, a scheme of deceit,
ccording to an emphatic expression of an inspired
they detained the truth in unrighteousness. They
and approved what was true, but among the rest
nkind they laboured to support and to perpetuate
is false.

obert. Disq. Con. Anc. India P. 284.

স্বর্গীয় শাক্য মুনি, সক্রেটিস্, যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদাদি ধর্ম্মনীতি প্রষ্টারা
লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পুরাণ
গের মধ্যেও পরস্পরের উপর কটুবর্ষণ অবাধে চলিয়াছিল। এমন কি
দেবতারাও উহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। অন্য পক্ষে
নেক লোক তাঁহাদিগকে দেবপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

বর্ণনা করিয়া নিজেরা কপট ব্যাসরূপে রূপান্তরিত হই
রহিয়াছেন *। অধিকাংশ পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রগুলি অপ্রা
রচনা। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা লিখিয়াছেন
এক্ষণে (কলিযুগে) সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপস্পর্শী হ
উত্তম কথা, কিন্তু যে ব্যবস্থা তাঁহাদের সময়ে
হিতকর, সমাজসংস্কারক ও দেশকালোপযোগী
বিবেচিত হইয়াছিল, উহা যদি এক্ষণে ঐরূপ হয়
হইলে উক্ত বিধি প্রবল থাকিলে ক্ষতি নাই। নূ
শত বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ লোকের যেরূপ অবস্থা
তাহার সহিত তুলনা করিলে এখনকার লোকের
অতি শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দুর্ম্মূল্য
একটী প্রধান কারণ। খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য আট
বৃদ্ধি হইয়াছে। নানা প্রকার ভোগোপযোগী
আমদানি হওয়ায় লোকে অধিকতর অভাব বোধ
তেছে। ফলতঃ দেশীয় লোকের 'চাল চলন' অন্য
রূপ হইয়া উঠিয়াছে। 'হায় রে পয়সা, হায় রে প
চীৎকার ধ্বনি সর্ব্বত্রই সমুত্থিত হইতেছে। বি
রাজার আজ্ঞায় আমরা সকল ব্যবসায়ে প্রবেশ করি
সমর্থ এবং তাঁহার দেশে (বিলাত ভূমে) পরীক্ষা

---

* ২য় ভা উপাসক সম্প্রদায়ের ২৭২ হইতে ২৭৫ পৃষ্ঠা এবং ৮
সাগর মহাশয় কৃত বিধবা বিবাহ বিষয়ক ২য় গ্রন্থের ১৫৮ ও ১৫৯ পৃষ্ঠা দে

দিলে উচ্চ পদ প্রাপ্তির আশা কেবল দুরাশা মাত্র*। কর্ম্ম ক্ষম, বলিষ্ঠ এবং বিজ্ঞান পরিশোধিত, প্রতিভান্বিত রা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে সমকক্ষ হইতে পারিলে†, বর্ত্তমান ভিক্ষুকজাতির ভবিষ্যতে যে কি দশা ঘটিবে, তাহা আমার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী ব্যক্ত করিতে অক্ষম। কর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে। কৃতবিদ্য স্বদেশীয়-গণ! নানা স্থানে নানা প্রকার সভাসমিতি ত তোমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু দেশকালোপযোগী আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তক সমাজ-সংস্কারক সভা সংস্থাপন কি তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? প্রকৃতির প্রিয় পুত্র যুব গণ! তোমরাই দেশের আশা ভরসা। স্বদেশের হিতসা তোমাদের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। দেশীয় বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরাও যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও নানা প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার শৃঙ্খল হইতে স্বজাতীয়দিগকে মুক্ত করিতে পারেন। স্বদেশীয় গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! সংস্কৃত-বুদ্ধি হিন্দু সমাজাধিপতি ব্রাহ্মণমণ্ডলি। যদি জন্মভূমির

---

* একে সমাজের তাড়না, তাহাতে আবার প্রচুর অর্থ ব্যয় ও প্রবাসের কষ্ট; সুতরাং উপযুক্ত পাত্র হইলেও তাহাদিগের পরীক্ষা দেওয়া নিষেধ। ৬: কি খিড়ম্বনা!

† আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য স্থানীয় কতকগুলি জাতির অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। দুর্ব্বল পতনশীল সভ্যতারূপ জলন্তাগ্নিতে পতিত হইয়া পার্থিব ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। বংশা-

কার্য্য সাধন কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন, যদি এই অধঃপতিত হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা লে প্রথমে আভ্যন্তরিক সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশের মঙ্গল-সাধন করুন। এক্ষণে আমাদিগের যেরূপ সময় তাহাতে রাজনীতির অনুসরণ অপেক্ষা আপনাদিগের সমাজনীতির আন্দোলনই অধিকতর প্রার্থনীয়। ইহাই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি। বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলেই শাখা প্রশাখা বর্দ্ধিত হইয়া ফল-পুষ্পিত হয়; কিন্তু যদি ঊর্দ্ধস্থিত শাখা পল্লবাদি জল সিক্ত হয়,তাহা হইলে বৃক্ষটির জীবন সংশয় হইয়া উঠে; ন ফলোৎপত্তি ত দূরের কথা। শিক্ষিত যুবকগণ

বলির নিগ্রহ ভোগ অপেক্ষা সমূলে ধ্বংশ হওয়াই শ্রেয়ঃ। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুই পরম বন্ধু।

The network of their (Europeans) activity embraces the globe; their ships are in every sea between the poles, for exploration, for trade, or for conquest; the weaker races are learning their civilization, falling under their authority, or perishing off the face of the land, from inherent inability to stand before them.

Language and study of Language by W. D. Whitney. Third edition. P. 232.

In Africa and America, the dissimilitude (of progress) is so conspicuous that in the pride of their superiority, Europeans thought themselves entitled to reduce the natives of the former to slavery, and to exterminate those of the latter.

Robert Disq. Con. Anc. India. Page 285.

সকলে মিলিত হইয়া কার্য্য কর *, অবশ্যই সফল লাভ করিবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শক্তিপুঞ্জ হইতেই দুর্দ্দমনীয় মহাশক্তির উৎপত্তি হয়, ইহার নিকট পর্ব্বতও তৃণরাশির ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

স্বদেশীয় সাধারণ লোকদিগের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দই হইতেছে। এই নিমিত্ত দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। এক্ষণে মন্তব্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। মিশর ও পারস্য দেশীয় লোকেরাও সমুদ্র-যাত্রা ও বিদেশ গমন অবৈধ বলিয়া জ্ঞান করিত। প্রথমোক্ত স্থান এরূপ উর্ব্বরা ও তথায় এতাধিক পরিমাণে শস্য ও সুখসাচ্ছন্দ্যদায়ক নানাবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হইত যে, স্থানীয় লোকদিগকে ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের উপর নির্ভর করিতে হইত না। ক্রমশঃ এরূপ সামাজিক আচার হইয়া উঠিল যে, বিদেশ যাত্রা ও পর দেশীয়দিগের সহিত সংস্রব দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। এই নিমিত্ত তাহারা দেশান্তর গমন একেবারেই রহিত

---

* সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥
ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৯১ সূক্ত ৪ ঋক।

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ রূপে এক মত হও।

ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে, অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীমান রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের অলঙ্ক ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিয়াছেন যে, "আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক

রিল, এবং সমুদ্রযাত্রীদিগকে অপবিত্র ও অধার্ম্মিক লয়া অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিত *। যাহাতে বিদেশীরা মশরে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য স্থানীয় বন্দর গুলি সুরক্ষিত করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে যখন তাহাদের মহিমাসূর্য্য অস্তমিত এবং তৎসহকারে বলবিক্রমও অন্তর্হিত হইল, তখন বিবেকশক্তি তাহাদিগকে জাগরিত করিল। পূর্ব্বব্যবস্থা রহিত হইয়া বন্দরগুলি উন্মুক্ত হইল, এবং বিভিন্নদেশীয় মানবগণের সহিত বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে শ্রীবৃদ্ধি বীজ রোপন করিল। কিন্তু ঐ সকল বীজ হইতে ওষধি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। সিসোস্ত্রিস্ নামে মিসররাজ আপন প্রজাদিগের সঙ্কীর্ণ মনোজ নিয়ম সমূহ অসঙ্গত ও অমঙ্গলসূচক জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বচলিত সামাজিক বিধি হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, আরব্যোপসাগরে চারি শত জাহাজের আয়োজন করিয়া এসিয়া খণ্ডস্থ নানা দেশ জয় করিয়া-

---

হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে এক মত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।"

* The fertile and mild climate of Egypt produced the necessaries and comforts of life in such profusion as to render its inhabitants so independent of other countries, that it became early an established maxim in their policy, to renounce all intercourse with foreigners. In consequence of this, they held all sea faring people in detestation, as impions and profane.

Robert Hist. Disq. Con, Anc. India. Page 5 and 6.

ছিলেন †। কিন্তু রাজ প্রবর্ত্তিত ব্যবহারটি অধিক দি
স্থায়ী হয় নাই। সম্রাটের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুরাত
বিধি প্রবল হইয়া, মিশরদেশ কিছুকালের জন্য অন্ধকার
চ্ছন্ন রহিল। বহু দিবস পরে উহারা পুনর্ব্বার পূব
প্রচলিত ভ্রম ও কুসংস্কার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়
বিভিন্ন দেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত
হইয়াছিল।

পূর্ব্বতন পারসীকেরাও সমুদ্রযাত্রা অবৈধ জ্ঞান করিত। সেকালে পারস্য উপকূলে একটীও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল, এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না *। জোরোস্তার প্রবর্ত্তিত পারশীক ধর্ম্মে সমুদ্রযাত্রার বিরোধবোধক মতই প্রকাশ পায়। মনুষ্যদিগের প্রাচীন পদ্ধতি অতি মৃদু গতিতে পরিবর্ত্তিত হয়। বহুকালাবধি কোন একটি বিষয় প্রচলিত থাকিলে, তাহা ত্যাগ করা অতি সুকঠিন,

† প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা ডাওডরাস্ ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, মিশর রাজ সিসোস্ত্রিস্** আরব্য উপসাগরে চারি শত অর্ণবযান আয়োজন করিয়া ইরিথ্রিয়ান সমুদ্র (ভারতের পশ্চিমস্থিত জলধি) তীরবর্ত্তী নগর সমুহ জয় করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি নিজেই সেনাপতি হইয়া গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ স্বাধিকারে আনয়ন পূর্ব্বক নদী পার হইয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। রাবণের ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ও যম রাজাদি জয়ের ন্যায় নয় ত?

** তিন সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে ইনি মিশরে আধিপত্য করিয়াছিলেন; বিখ্যাত ট্রয় যুদ্ধের পূর্ব্বে।

* ২য় টিপ্পনী দেখ।

বং যদি ধর্ম্মের সহিত উহার সম্পর্ক থাকে তাহা
ইলে ত। কথাই নাই। জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে
র্ব্বদা ভ্রান্ত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। শতরঞ্জ ক্রীড়ার
শ্চক্রে বা গোলকধাঁধায় পতিত হইয়া কেবল
রিভ্রমণ করাই সার হয়। করুণাময় পরমেশ্বরের
নিকট এই প্রার্থনা করি যে, স্বদেশীয় লোকেরা যেন
ভ্রম ও কুসংস্কার নামে পিশাচদ্বয়ের হস্ত হইতে অচিরে
মুক্তি লাভ করে।

শ্রীরজনীনাথ দত্ত।
শকাব্দ ১৮২১।

Imp 1467 all-18/10/07

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উত্তরে তুষার মণ্ডিত হিমালয়, দক্ষিণে সাগর ধৌত কন্যাকুমারি, পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও ব্রহ্মরাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র ও সিন্ধুনদ-পারস্থ হিন্দু কোহ্ পর্ব্বত, এই সুসীমাবদ্ধ অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বিচিত্র দেশের বিচিত্র ভূমিতে বিচিত্র প্রকার স্থলজ ও জলজ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এরূপ ফলশালী দেশের লোক সকলে ঐ সমস্ত সামগ্রীর পরস্পর বিনিময়ার্থে অবশ্য অতি পূর্ব্বকালেই অল্প বা বিস্তৃত বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। উর্ব্বরা ও ফলশালী দেশ হইলেই যে তথাকার লোকেরা বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ না হইতে পারে। কিন্তু স্থানীয় লোকের উচ্চাবস্থা জ্ঞাত হইলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, উহাঁরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন কি না *। পূর্ব্বোক্ত

* Whoever then wishes to trace the commerce with India to its source, must search for it, not so much in any

সিদ্ধান্তটি সর্ব্ববাদি সম্মত না হইতে পারে। কে বলিতে পারেন যে, উহা যুক্তিফল সম্ভূত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে; সে স্থলে যদি উহা গ্রন্থ প্রামাণিক হয় এবং ভারতীয় প্রাচীন কীর্ত্তি † সমূহ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে অবিশ্বাসের কোনই কারণ থাকে না। অতএব যে যে গ্রন্থে স্থল ও জলযাত্রী বণিকদিগের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

যদি কোন একটি বিশেষ জাতির ব্যবসায় বাণিজ্য বা ধর্ম্ম কর্ম্ম কাহারও জানিবার ইচ্ছা হয়, এবং সেই জাতির কোন বিশেষরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের জীবনাবস্থা জ্ঞাত হইলেই তি ঐ সকল বিষয়ের ন্যূনাধিক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন যখন দ্বীপ নিবাসী বিবস্ত্র বর্ব্বর লোকেরা এবং আফ্রিকা ং আমেরিকা বাসী অসভ্য জঙ্গলিরা পূর্ব্বাবধি দ্রব্য বিনিময় দ্বারা ব্যবসায় করিয়া থাকে; যখন তাহাদিগের স্বহস্ত নির্ম্মিত জলযান দ্বারা সমুদ্রবক্ষে দ্বীপ দ্বীপান্তর গমনা-

peculiarity of the natural productions of that country, as in the superior improvements of its inhabitants.

Robert Hist. Disq. con. Anc. India, Page 197.

তত্ত্ব পথের পথিক হইলে অনেক সময়ে কারণ দেখিয়া কার্য্য নির্ণয় করিতে হয়।

† No part of the world has more marks of antiquity for arts, science and civilization, than the Peninsula of India from Ganges to Cape Comorin.

Philosophical Transanctions vol LXII. P. 354.

গমন ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়; তখন সভ্যতারূঢ় উন্নতশীল বিজ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তিরা * যে ঐ সকল কার্য্যে বিরত ছিলেন, তাহা বিবেচক লোকেরা চিন্তা করিতেও অক্ষম।

যখন মনুষ্যেরা অত্যন্ত বর্ব্বরাবস্থায় কালযাপন করে, যে সময়ে তাহারা পশ্বাদি শিকার বা কোনরূপ বৈর-নির্য্যাতনে ধাবিত হয় এবং নদ্যাদি দ্বারা প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া শীকার বা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বিমুখ হয়, তখন জল-পথ উত্তীর্ণ হইবার উপায় নির্দ্ধারণার্থ অন্তঃকরণে স্বতই উদ্ভাবনীশক্তি উপস্থিত হয়। এই অভাব মোচনের

দর মধ্যে কোন এক ব্যক্তি প্রথমে 'ডোঙ্গা'

নির্ম্মাণ করে। এই প্রকারে মনুষ্যের

---

ainments of Indians in science furnish an of of their early civilization. By every person ed India in ancient or modern times, its inha- r in transactions of private business or in the political affairs have been deemed not inferior le of any nation in sagacity or acuteness of ng.

tobert. Hist. Disq. Con. anc, India. Page 240.

cient Hindoos were a nation of philosophers, such owhere have existed except in India. It is with nind as if a seed were placed in a hot house. It will idly, its colour will be georgeous, its perfume rich, its ecocious and abundant.

Müllers Chips from a German Workshop vol. I.

সামাজিক অবস্থা এবং প্রয়োজন ও অভাবের তারতম্যানুসারে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য আবিষ্ক্রিয়া ও রচনার উৎপত্তি হয়। মানব সমাজ যতই উৎকর্ষ লাভ করে ততই তাহাদের বহুতর সুখসম্ভোগোপযোগী দ্রব্য আবশ্যক হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য, প্রথমে স্বজাতীয়দিগের মধ্যে, এবং ক্রমশঃ নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী মানবদলের সহিত বিনিময় প্রথানুসারে আদান প্রদান চলিয়া থাকে; এইরূপেই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।

যে সময়ে কোন একটি মানব সম্প্রদায়ের নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, যখন বৈভব ও ঐশ্বর্য্য তাহাদিগের [illegible] প্রয়োজনীয় এবং সুখশক্তিদায়ক বলিয়া বে[illegible] তাহারা স্বজাতির বাস ভূমি অতিক্রম করি[illegible] পূর্ণ ভয়াবহ অরণ্য,নদ-নদী ও দুস্তর সাগর [illegible] নিকটস্থ এবং দূরবর্ত্তী মানবদলের সহিত নানা[illegible] প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে জাতীয় অব[illegible] যেরূপে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার সহিত [illegible] বাণিজ্যেরও বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সভ্যতা, বাণিজ্য এই ত্রিমূর্ত্তি মিশ্রিতভাবে জাত ও বৃদ্ধি [illegible] যেরূপ সূর্য্য, তাপ এবং আলোকের আকর, সেইরূ[illegible] উন্নতি, সভ্যতা ও বাণিজ্যের মূল স্বরূপ। সভ্[illegible] দিগের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ঐ সকল বিষয়ের [illegible] র্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণ সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ উভয় গ্রন্থের রচনা-কালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশ-দেশান্তরে গমন পূর্ব্বক বিস্তৃতরূপে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্পাদন করিতেন *। বিধিব্যবস্থাপূর্ণ মনুসংহিতায় যেরূপ হিন্দুদিগের উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে †, ও রামায়ণে নগর ও রাজধানীর অত্যুচ্চ প্রশস্ত অট্টালিকা-শ্রেণী, শত শত বিমান ও দেবায়তন, গৃহারূঢ় উড্ডীয়মান বিবিধ পতাকা, রথ হস্তী ঘোটকাদি নানা যান-সমাকীর্ণ জলসংসিক্ত রাজমার্গ, নানা দেশীয় বহুতর রাজদূত-সমাগম, ধন-ধান্য-রত্নপূর্ণ ধাম, নানাবিধ শিল্পকার ও বহুতর বণিকের অবস্থান, সুরম্য উদ্যান, বিচিত্র বিহার-স্থান, বিদ্যার প্রাদুর্ভাব, বাণিজ্যের আড়ম্বর, মনোহর শোভা, জন-সমারোহ, উৎসবব্যাপার, আমোদ-প্রমোদাদি সর্ব্বাংশে যে প্রকারে অত্যুৎকৃষ্ট বৈভব বর্ণনা আছে ‡,

---

* Whoever examines the whole work (Manusanhita) can not entertain a doubt of its containing the Jurisprudence of an enlightened and commercial people.

Roberts' Hist. Disq. Con. Anc. India p. 217.

† That the Hindoos were a people highly civilized, at the time when their laws were composed, is more clearly established by internal evidence contained in the code (Manusanhita) itself.

Roberts' Hist. Disq. Con Anc. India, page 216.

‡ আদিকাণ্ডে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়, অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিক সপ্তদশ অধ্যায়, সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থ, পঞ্চম, ও ষষ্ঠ অধ্যায় ইত্যাদি।

তাহাতে বোধ হয়, যে ঐ সকল ব্যবস্থা বিধান ও বর্ণনার সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ধন, ধর্ম্ম ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ অবস্থায় সুখ-সম্ভোগোপযোগী সামগ্রী সমুদয় কেবল শিল্প ও বাণিজ্যযোগেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অরণ্যবাসী নির্ধন অসভ্য লোকদিগের অন্তঃকরণে এরূপ ঐশ্বর্য্যের ভাব উদয়ই হইতে পারে না। অতএব কবি-বর্ণিত বটে *, তথাচ এ সমস্ত বর্ণনা ঐ গ্রন্থ রচনার সমকালীন ভারতবর্ষীয় লোকের অবস্থামূলক বলিতে হয়। কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্র বা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সম্পর্কীয় নানা আখ্যায়িকা হইতেই ইতিহাসের সূত্রপাত হয় †। ফলতঃ রামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে বহু ব্যবসায়ী স্থলপথ ও সমুদ্রপথ-গামী বণিকদিগের বৃত্তান্ত ও সামুদ্রিক রত্নের উল্লেখ, এবং বিধানপুস্তক মনুসংহিতায় তাহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাদি বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। যে রামায়ণে দক্ষিণাপথ কেবল দুর্গম মহারণ্য, এবং বন্য ও পার্ব্বতীয় লোকের

---

† The heroic poems of India constitute another resources for history. Bards may be regarded as the primitive historians of mankind.

Introduction to Tod's Rajasthan vol. I. page ix.

* Mythology is to be considered as the parent of all history.

Sir William Jones' remarks on the history of the primitive world.

বাসভূমি বলিয়া বর্ণিত আছে *, এবং যে মনু-
উৎকল ও দ্রাবিড় দেশ ম্লেচ্ছভূমি বলিয়া নির্দ্দেশিত
সেই মনুসংহিতাতেই আর্য্যাবর্ত্তে†, এবং বিশেষতঃ তাহা
পশ্চিম ও মধ্যভাগে বিশিষ্টরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলি
থাকিবার সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে নানা দেশীয় ও নানা জাতীয়
ভূপালদিগের মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ প্রকার সুখভোগ-
সামগ্রী উপহার দিবার যেরূপ সবিশেষ বর্ণনা আছে‡, তাহা
পাঠ করিলেও অনায়াসেই বোধ হয় যে, উক্ত গ্রন্থ
রচনার পূর্ব্বে পশ্চিম ও উত্তর দেশ-নিবাসী শক-তুখারাদি
কের সহিত হিন্দুদিগের বিশিষ্টরূপ
ছিল; এবং তখন ভারতবর্ষে ধন,
র বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। সে
মুচিত সমাদর থাকিবারও নিদর্শন

তি যে স্থানে বিদ্যমান আছে, রামায়ণমধ্যে
পাওয়া যায়। অতএব রামায়ণ রচনার
মন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার সংশয়
কানেক প্রক্ষিপ্ত বচনও প্রাপ্ত হওয়া

ভাগে রামায়ণের বিষয় দেখ।
সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, ও দক্ষিণে
-খণ্ডের নাম আর্য্যাবর্ত্ত।
মনু দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাওয়া যায়। বাণিজ্যাবলম্বন বৈশ্যদিগের
ন বৃত্তি। বণিকেরা সম্ভ্রান্ত ও বিচক্ষণ লোক ছিল*,
াজচক্রবর্ত্তীরাও তাঁহাদিগকে যজ্ঞাদি উৎসব-কার্য্যে
মাদর পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেন †। তাহারা নিতান্ত মূর্খ
ছিল না, তাহাদের বেদাধিকার ছিল, সুতরাং শাস্ত্রাধ্যয়ন
অতীব কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস ছিল ‡।

ঋগ্বেদ যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই
বিশ্বাস আছে। এই সুপ্রাচীন গ্রন্থে অর্ণবপোত, বাণিজ্য
ও বণিক্‌দিগের সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ দেখিতে
পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম-মণ্ডলস্থ পঞ্চবিংশতি
সূক্তের রচয়িতা মহর্ষি শুনঃশেফ § ব
করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, "স
পোত-সমূহের যাতায়াতের জন্য প

---

* বণিকেরা সাধু ও সজ্জন বলিয়া বণি
শব্দের একটি অর্থ বণিক্।

† আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপ
বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানান

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাননীয় বৈশ্য এবং

‡ অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপা
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মো

দ্বিজাতিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষ
ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ই

§ ৪র্থ টিপ্পনী দেখ,

দেব অবগত আছেন *।” প্রস্কণ্ব ঋষি প্রথম-মণ্ডলের আটচল্লিশের সূক্ত রচনা করিয়াছেন। সমগ্র সূক্তটি উষা-দেবীর স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে ধনলোভী ব্যক্তি-গণের সমুদ্রে জলযান প্রেরণ করিবার বিষয় লিখিত আছে†। উক্ত গ্রন্থের প্রথম-মণ্ডলের ছাপ্পান্ন সূক্তটি ঋষি-বর শৈব্য দ্বারা রচিত। বণিকেরা যে সমুদ্র-যাত্রা করিত, তাহা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন ‡। বশিষ্ঠদেব সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ এ কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে বিস্মিত হইবেন, এবং কথাটি অলীক বলিয়া মনে

---

* বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২৫ সূক্ত ৭ ঋক্।

যিনি (বরুণ দেবতা) খেচর পক্ষিগণ কোথায় আছে, তাহা জ্ঞাত আছেন। যিনি সমুদ্রে পোত সকলের বিষয় বিদিত আছেন।

† উষাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ॥
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৪৮ সূক্ত ৩ ঋক্।

পুরাকালাবধি উষা আছে। ধনলোভী মানবেরা যেরূপ সমুদ্রে যান প্রেরণ করে, সমুদ্রে উষা গমনে যে সকল রথ সুসজ্জিত হয়, উষা তাহা এই প্রকারে প্রেরণ করেন।

‡ তং গূর্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সংচরণে সনিষ্যবঃ।
পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নু সহো গিরিং ন বেনা অধি রোহ তেজসা॥
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৫৬ সূক্ত ২ ঋক্।

ধনাভিলাষী বণিকেরা যেরূপ সর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক, সমুদ্রের সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রের সকল দিকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে.....।

করিবেন। কিন্তু ইহা বেদান্তর্গত *। তুগ্র-পুত্র ভুজ্যুও সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন, বেদে ইহারও নিদর্শন পাওয়া যায় †। এইরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার বহুতর স্থানে সমুদ্র-যাত্রা, এবং বণিক্ ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ উত্থা-

---

* আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্রমীরয়াব মধ্যং।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ইংখয়াবহৈ শুভে কং॥
বশিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্ত্রাসুষাসঃ॥
ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ৮৮ সূক্ত ৩ ও ৪ ঋক্। (মহর্ষি বশিষ্ঠ-কৃত)।

যখন আমি (বশিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে নৌকারোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্র মধ্যে সুন্দররূপে জলযান প্রেরণ করিয়াছিলাম, অর্ণবোপরি গমনশীল নৌকা ছিলাম, তখন শোভাহ (নৌকা রূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করিয়া দিন সমুহের মধ্যে সুদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে রক্ষা দ্বারা সুকর্ম্মা করিয়াছিলেন।

† তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্ময়ুবা অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ প্রদ্ভিরপোদকাভিঃ॥
ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১১৬ সূক্ত ৩ঋক্।
(দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবান্ ঋষি-কৃত)

কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেমন ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র (অতি কষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদের নৌকাসমূহ দ্বারা তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিলে (১), সেই নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।

(১) তুগ্র নামে অশ্বিদিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন, তিনি দ্বীপান্তর-বর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য স্বপুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন; সমুদ্রমধ্যে বহুদূর যাইয়া নৌকা ভগ্ন হয়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন ও তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সায়নাচার্য্য-কৃত টীকার অনুবাদ।

বৃত হইয়াছে। সামবেদও আধুনিক গ্রন্থ নহে, প্রাচীন কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহাতেও মাণিক্যাদি, শুল্ক ও ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্ত্তা দেখিতে ওয়া যায় *। বৈদিক সময়ে পৃথিবীস্থ অন্য কোন াতি হিন্দুদিগের সমাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ সময়ে তাহারও পূর্ব্বে হিন্দু-সন্তান দ্বারা সমুদ্রযান-গঠন, মুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-ব্যবসায় যে পরিচালিত হইত, াহা এক প্রকার অবধারিত বলিয়াই বোধগম্য হয়। চেৎ ঐ সকল যান বাহন ও বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কথার উল্লেখ থাকিত না। দেবতাদিগের স্তুতি-কথা বলিবার সময় বণিক্ ও বাণিজ্য-বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ যাহা উল্লেখ আছে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বেদ যে কতদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহার বয়ঃক্রম তিন সহস্র বৎসরের ন্যূন নহে। কেহ বলেন,

---

* মহে চ ন ত্বাদ্রিবঃ পরাশুল্কায় দীয়সে।
ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতমঘ॥
সামবেদ-সংহিতা প্রথমো ভাগঃ তৃতীয়প্রপাঠকস্য পঞ্চমী দশতি নবম শ্লোক।
হে অদ্রিব! বহুমূল্য পাইলেও আমরা তোমাকে বিক্রয় করিব না। হে দেবরাজ! হে বহুধন! অধিক কি, তোমাকে সহস্র বা অযুত শুল্কেও বিক্রয় করিব না।

পঞ্চ সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে বেদ রচিত হ
যাহা হউক, উহার ন্যায় পুরাতন রচনা যে পৃথি
বিরল, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। অতি প্রা
কালে হিন্দুরা কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে
কিরূপেই বা তাঁহাদিগের সামাজিক ও মানসিক উন্ন
ঘটিয়াছিল, কি প্রকারই বা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছি
ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্য-স্বরূপ অদ্যাবধি উক্ত র
বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং বোধ হয়, যত দিন ভূমণ্ড
সভ্য জাতিদিগের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন আর উহা
ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সময়ে জগতে
অন্যান্য লোকেরা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, যে সময়ে
তাহারা পশু-হননই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও
অত্যাবশ্যক কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিত, এবং তদ্দ্বারা
আপনাদিগের খাদ্য ও অঙ্গরক্ষণী এই উভয়াভাব পূর্ণ
হইলেই তৃপ্ত হইত; যে সময়ে অন্যান্য জাতিরা বিদ্যা-
চর্চ্চা কাহাকে বলে, তাহা স্বপ্নেও জানিত না,
এবং কৃষি, ব্যবসায়, ঐশ্বর্য্য, দেবারাধনা, স্তুতি প্রণয়ন
ও কথন ইত্যাদি সভ্যতা-সূচক বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ-
রূপে অজ্ঞ ছিল, সেই পুরাকালে হিন্দু-সন্তানেরাও কি
ঐরূপ বর্ব্বর ছিল? না, কখনই না। আমাদিগের পূর্ব্ব-
পুরুষদিগের আচারব্যবহার-প্রকাশক অবিনশ্বর কীর্ত্তি-
পতাকা মহারত্ন বেদ, আধুনিক সভ্যতাভিমানী মানব-

প্রদায়কে গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিতেছে যে, সেই অপরি-
ত কালে হিন্দু জাতি কতদূর সভ্যতারূঢ় হইয়াছিল *।
াদেশীয় প্রাচীনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন
, হিন্দুরাই জগতের প্রথম সভ্য জাতি †। পরবর্ত্তী
ভ্য জাতিরা অর্থাৎ গ্রীক্, আরব, রোমক, জারমান্
রেজ ইত্যাদি জাতিরা ক্রমশঃ জাঙ্গলিকতা পরিহার
র্ব্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন। তাঁহারা
ন্দুদিগের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া, যে ঋণ-
াশে আবদ্ধ আছেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে ‡।
থমে হিন্দুদিগের নিকট হইতে আরব ও গ্রীস দেশীয়
লাকেরা নানা বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছে §। পশ্চাৎ
হুই জাতির নিকট হইতে অন্যান্য জাতিরা সভ্যতারূপ

---

* ৫ম টিপ্পনী দেখ।

† Many facst have been transmitted to us, which, if they examined with proper attention, clearly demonstrate that natives of India were not only more early civilized, but made greater progress in civilization than any other ople.

Roberts.' Hist. Disq. Con. Anc. India P. 197.

‡ Modern researches by western scholars and savants istinctly point out that the mythologies, philosophys, creeds nd customs of ancient Greece, Italy and Egypt were of Asiatic, especially of Indian origin.

Bose's Hindoo Civilization in anciant America. page. 1.

§ Some of the most ancient of the Greeck philosophers ravelled in to India, that by conversing with the sages of

নানা ফল-সম্বলিত মনোহর বৃক্ষের অধিকারী হইয়াছে
বর্ত্তমান সভ্য জাতিদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও অ
বিদেশীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সকল বিষয় সম্যক্
জ্ঞাত হওয়া যায়।

পুরাকাল হইতেই যে হিন্দুরা নানাবিধ বাণিজ্য-ব
সায়ে নিযুক্ত আছে, বর্ণ-বিভাগ তাহার একটি উজ্জ
দৃষ্টান্ত। অতিবৃদ্ধ ঋগ্বেদ গ্রন্থের দুই এক স্থলে ব্রাহ্ম
ও ক্ষত্রিয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ণ-বিচা
কিছুমাত্র সূচনা নাই। বাণিজ্য ও সমুদ্র-যাত্রার বিষয়
তাহাতে উল্লিখিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে
এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বা
ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, অতি পূর্ব্বকালেই
বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল *। প্রথমে
সন্তানেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র † এই চ
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া চারি জাতি বলিয়া অভিহিত
পরিগণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা-পুস্ত
প্রণয়ন, ধর্ম্মোপদেশ, পৌরোহিত্য, শিক্ষকতা, বিদ্যা

---

that country, they might acquire some portion of the know
ledge for which they were distinguished.

Roberts'. Hist. Disq. Con. Anc. India. p. 240.

* মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি।

† যে সকল অনার্য্য লোকেরা হিন্দুধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিল,
তাহারা হিন্দু-জাতিভুক্ত ও শূদ্রনামে কথিত হইয়াছে।

ব্রান-চর্চ্চা ইত্যাদি শুভকর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত থাকিতেন, ারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়াছিলেন। এই াভুক্ত লোকেরা অতি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট জাতি য়া বিবেচিত ও পরিগণিত হইয়াছেন। রাজকার্য্য ালোচনা, রাজ্যরক্ষা, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন াদি রাজ্য-সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্যে যাঁহারা ব্যাপৃত কিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে বিশেষিত হইয়াছেন। শুপাল্য, কৃষি ও বাণিজ্যে যাঁহারা প্রবৃত্ত থাকিতেন, হারা বৈশ্য, এবং যে সকল অনার্য্যবংশীয়েরা সত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, বা করিতে বাধ্য য়াছিল, তাহারা শূদ্র বলিয়া উক্ত ও গণ্য য়াছে। শেষোক্ত ব্যবসায় অত্যন্ত নীচ ও ঘৃণিত য়া উল্লিখিত আছে *। বর্ণবিভিন্নতা কেবল ভিন্ন বৃত্ত্যবলম্বীদিগের পরিচয়-চিহ্নস্বরূপ; ফলতঃ

---

* ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যাং বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
মনু ৪——৪।

ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যানৃত এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি দ্বারা জীবিকা রবে। কিন্তু কখন কুক্কুরবৃত্তি দাসত্ব অবলম্বন করিবে না।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ॥
মনু—৪—১৬০।

পরাধীনতাই দুঃখ, স্বাধীনতাই সুখ, সংক্ষেপে এই সুখ-দুঃখের লক্ষণ ানিবে।

বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ বিশেষ
অর্থাৎ জীবিকাজ্ঞাপক সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া
অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চা
শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিবাচক বলিয়া পরিগণিত হই
উহা এ কালের ন্যায় কুল-পরম্পরাগত ছিল
ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেই
কালে কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইত না। ব্রা
হইতে ইচ্ছা করিলে, অবশ্যই ব্রাহ্মণ-বৃত্তি অবল
করিতে হইত। নচেৎ ব্রাহ্মণ-সন্তান কর্ম্মানুর
বর্ণ প্রাপ্ত হইত। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুর
প্রভৃতিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে, এক এক বং
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতিরই উৎপ
হইয়াছে। মনু বৈবস্বতের কোন পুত্রের স
ক্ষত্রিয়, কোন পুত্রের সন্তান বৈশ্য, এবং কোন পুত্র
শূদ্র হইয়াছিল *। অবশিষ্ট কোন কোন পুত্র ব্রা

---

* করুষাৎ কারুষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১ম অধ্যায়।
মনু বৈবস্বতের পুত্র করুষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হইলে
নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।
বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১ অধ্যায়।
মনু বৈবস্বতের পুত্র যে নেদিষ্ট, তাঁহার পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন।
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।
বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১ অধ্যায়।
মনু বৈবস্বতের পুত্র পৃষধ্র গুরুর একটি গাভি বধ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছে।

হলেন। ক্ষত্রিয়-সন্তান রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠান
রা যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত
ই। কেহ কেহ স্ববর্ণচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ বর্ণ
াপ্ত হইয়াছিলেন *। শোণিতের সম্বন্ধ থাকিলেই যে
তৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, এ বিধি এ সময়েই শোভা পায়।
কালে এরূপ ব্যবস্থার অভাব ছিল। তখন
র্ম্মের সহিত বর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যে যেরূপ
র্ম্ম করিত, সে সেইরূপ বর্ণ-ভুক্ত হইত। অতি
ন্দর! যখন মানব জাতির অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হয়,
খন ক্রমশই তাহাদের নানারূপ অভাব হইয়া থাকে।
াহারা অভাব অনুভব করে তাহারা তাহা দূর করিবার
ত্ত স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। অন্তঃকরণে উদ্ভাবনী
ক্তির উদয় হইলেই পশ্চাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব
। মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বস্তুর যতই আবশ্যক হয়,
ই কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে
শঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বা বৃত্তি
লম্বন করায় কর্ম্মানুরূপ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত
াছে। অদ্যাবধি ঐ সকল বিভিন্ন কর্ম্মোপজীবী

রাভাগারিষ্ট-পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
মহাভারতীয় হরিবংশ ২১ অধ্যায়।
গারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

নানাজাতি বা বর্ণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে *। অতএ
যখন কর্ম্মভেদে লোকে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইত, তখ
ইহাই বোধগম্য হয় যে, বর্ণবিভাগের পূর্ব্ব হইতে
হিন্দুসন্তানেরা নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল
যেমন বস্তু না থাকিলে তাহার শ্রেণীবিভাগ হয় ন
সেইরূপ বহুবিধ ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী না থাকি
তাহাদের বিভাগও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ক্রমশ
নানাবিধ কর্ম্মের উন্নতি ও প্রচুর প্রচলনে, নানাবি
ব্যবসায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি, এবং তৎপরেই ইহাদে
মধ্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতি গঠন আর
হয়। যখন ব্যবসায়ভেদে লোকে ভিন্ন জাতিত্ব প্রা
হইত, তখন ব্যবসায় পরিবর্ত্তনে জাতিরই বা পরিব
না হইবে কেন? অতএব বর্ণবিভাগ-প্রণা
শৈশবাবস্থায় বর্ণ কর্ম্মগত ছিল। পরে ক্রমশঃ
বর্ণগত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে লোকে যদৃ
ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিত, পরে উহা কু
পরম্পরাগত হইয়া পড়ে। বোধ হয়, তখন
লোকের মনে এইটিই উদয় হইয়াছিল যে, কোন এ

---

* ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্।
মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্ম।

এই জগৎ ব্রহ্মময়; ইহাতে বর্ণভেদ নাই। লোক সমুদয় ব্র
পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে

র্য্য পুরুষানুক্রমে হইয়া আসিলে উহার নিশ্চয়ই
মোন্নতি হইবে। তাহাও যে না হইয়াছিল এমত
হ *। একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুরম্য উদ্যান স্থাপিত
ল, তাহাতে চন্দনাদি নানাবিধ উত্তমোত্তম বৃক্ষরাজী
পিত হইল; কিন্তু হায়! তাহাদের স্থানে কতকগুলি
বৃক্ষ গগন ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে উত্থিত হইল!
লের কুটিল গতি!! কোথায় ব্যবসায় বাণিজ্য
কর্ম্মাদি নানাবিধ বিষয়ের উন্নতি-সাধন হইয়া
তীয়দিগের ক্রমশঃ সুখ সমৃদ্ধি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত
ব, আর কোথায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ঘৃণা,
এবং বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষকে
বারে ছিন্ন-ভিন্ন ও ভস্মীভূত করিল। এক দল
, দীর্ঘকায় ও কর্ম্মিষ্ঠ মনুষ্যের বংশধরেরা, এক্ষণে
হ্রস্বকায় এবং আলস্যপরায়ণ হওয়ায় দীনদুঃখীর
পর-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া, কোন প্রকারে
তিপাত করিতেছে। প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয়
প্রতিপালিত হইল। আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত
নির্ব্বাপিত হইল। জ্বলন্তাগ্নি অঙ্গাররাশিতে
হইল। কে বলিতে পারে যে, সুষুপ্ত আগ্নেয়-
আর নিদ্রাভঙ্গ হইবে না। লোকে আশা পথ

* ছিন্নমস্তা দেখ।

নিরীক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। সম্মুখে যে
অন্ধকার ; হতাশ্বাস হইয়া নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট হইবে
ক্রমশঃ জড় পদার্থে গণ্য হইতে হইবে। কর্ণধার-বিহী
ঝটিকাগ্রস্ত তরণীর ন্যায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবিধ সূত্রে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদিগের সমাজ ও অবস্থা কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুদিগের বুদ্ধিজ্যোতি- কত দূর বিকশিত হইয়াছিল তাহা বেদ, বেদান্ত, উপনি- ষড়দর্শনাদি সম্যক রূপে ব্যক্ত করিতেছে। বৈষয়িক বৃদ্ধিও যে না হইয়াছিল, এরূপ নহে। শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্মের এতাদৃশ উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছিল যে, প্রাচীন পণ্ডিতবর প্লীনির * সময় হইতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র সভ্য জগৎ ভারত-জাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত; এবং তদ্বিনিময়ে প্রভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য রাশি ভারতে আসিয়া সঞ্চিত হইত। আহা! সে সময়ের ভারত-চিত্র মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে কি মনোহর ভাবেরই উদয় হয়! মনোমধ্যে

* ত্রয়োবিংশতি খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্লীনির জন্ম হয়।

কতই আনন্দময় বিষয়ের অভিনয় হইতে থা
মহোৎসাহী সুদক্ষ শিল্পকারেরা সর্ব্বদাই স্ব স্ব কর্ম্ম সা
ব্যস্ত রহিয়াছে। বিবিধ স্থান হইতে রাশি রাশি উ
করণ সমূহ উপস্থিত হইতেছে। নানা যানপূর্ণ ভো
বিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার পণ্য দ্রব
সকল নদী ও সমুদ্র তীরে প্রেরিত হইতেছে। স্থানে
স্থানে নানা দেশীয় বণিকগণ সমবেত হইয়া আদান
প্রদান সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ করিতেছে। কেহ কে
বা বাণিজ্যার্থ দেশান্তর গমনের উদ্যোগ করিতেছে
কেহ বা শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে বলিয়া আত্মীয় স্বজনের
নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে। কাহারও পুত্র, কাহারও
না, কাহারও পিতা বা কাহারও আত্মীয়জনের দূর দেশ
হইতে পুনরাগমন দেখিয়া স্বজনবর্গ মহানন্দ প্রকাশ
করিতেছে এবং তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও কুশল সংব
শুনিবার জন্য পল্লীস্থিত সকলেই ঔৎসুক্য প্রক
করিতেছে। গৃহে গৃহে আমোদ প্রমোদাদি হইতেছে
বহুদিন পরে আগত দেখিয়া স্ব-সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেরা
নানা প্রকার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ভক্ষ্য ও পেয় প্রস্তুত
করিতেছে। চতুর্দ্দিকই উৎসাহপূর্ণ। ধন ধান্য ও
শান্তিপূর্ণ গৃহস্থলী। একি, এ যে দেখিতেছি জাগ্রত
স্বপ্ন! না—না, ভারতের পূর্ব্ববৈষয়িক অবস্থার বর্ণনা
অধিকতর উচ্চাঙ্গের হওয়া বিধেয়।

য় ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল লেও অত্যুক্তি হয় না। বিদেশীয় সভ্য জাতিরা াতেন, "ভারতবর্ষ একটি উপসাগর, উহার গর্ভে াতীয় জাতির ধনরাশি ক্রমাগত পতিত হয়, এবং এক- র গলাধঃকরণ হইলে আর কখনই উদ্গীরিত হয় " *। ভারতমাতঃ! তোমার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ হইলে ন্তঃকরণে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় ভাবের আবির্ভাব য়া মন প্রাণ পুলকিত করে, কিন্তু পরক্ষণেই তোমার াচনীয় দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেত্রে রিণত হয়। আর সে দিন নাই। তোমার জগৎ- াষিত পূর্ব্ব প্রতিভা ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইয়া গৎ ধনাগার ভারত এক্ষণে ধনশূন্য ও অপর্য্যাপ্ত ঋণ- স্ত। এক সময়ে তুমি বিদেশী রাজন্যবর্গের হিংসা- হইয়াছিলে, অদ্য তুমি তাহাদের দয়ার পাত্রী াছ! যে সকল জাতিরা তোমাকে উপসাগর উপাধি

---

* Hence, in all ages, the trade with India has been the same, ; gold and silver have uniformly been carried thither in order to purchase the same commodities, with which it now supplies all nations ; and from the age of Pliny to the present times, it has been always considered and execrated as a gulf which swallows up the wealth of every other country, that flows incessantly towards it, and from which it never returns.

Robert's Hist. Disq. Con, Anc. India. p. 202.

প্রদান করিয়াছিল, তদ্দেশীয় উদ্যমশীল ব... বণিকেরাই তোমার সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত অল্পদিনের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইল। গূঢ়চ বণিকগণের এক গণ্ডূষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষি হইল *। অগাধ জলধি রূপান্তরিত হইয়া মরুস্থ রূপ ধারণ করিল। যে পাশ্চাত্য বণিকেরা সামা কৃপার জন্য ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া তোমার দ্বারদে দণ্ডায়মান থাকিত, যাহারা শুল্ক সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ অনুগ্র লাভের জন্য লালায়িত হইত, পরে তাহাদেরই নিক তুমি দীন হীন বেশে কতই না দয়া প্রার্থনা করিয়াছ বণিকেরা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূ পারগ্রহ করিল; এবং ভারতমাতঃ! স্বধর্ম্মবিগর্হি মন্ত্রণা, উৎকোচ প্রদান ও গ্রহণ ইত্যাদি কর্ম্মাভি তোমারই কতকগুলি অপরিণামদর্শী, নির্ব্বীর্য্য, ধনলো কুসন্তানেরা জন্মভূমিকে উহাদিগের নিকট বিক্রয় করি বণিক কর্ম্মচারীরা এ সুযোগ কোন ম... পরিত্যাগ করিলেন না। বাস্তবিক এ সুবিধা ত্যাগ করা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়। তাহাতে আবার

---

* সাগর-শোষণ বণিকের কর্ম্ম নহে। কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, যে সকল বণিকদিগের মেরুদণ্ড রাজশক্তিতে শক্তিবান তাঁহারা না করিতে পারেন এমন কার্য্য অতি বিরল। সাগরশোষণ কেবল অস্থি মাংস সম্বলিত মেরুদণ্ডাশ্রিত বণিকের কর্ম্ম নহে। ৭ম টিপ্পনি দেখ।

যাহারা ধনের জন্য মহারত্ন জীবনকেও উপেক্ষা
ভীতিপ্রদ অতল সিন্ধু ও অগ্নিময় মরুভূমির উপর
য়াত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যখন উক্ত
কেরা বুঝিতে পারিলেন যে, অকৃতজ্ঞ দেশীয় উচ্চ-
স্থ প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমানেরা হস্তগত হইয়াছে,
ন কালাপেক্ষা না করিয়া পাণ্ডব বীর চূড়ামণি অর্জ্জুন*
াময়িক কৃষ্ণের † বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার উপর
র্ভর করিয়া অনায়াসেই লক্ষ্য ভেদ ও দ্রৌপদীকে হস্ত-
করিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাবণের
হরণ ও অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ দুটিই এক সময়ে ও
স্থলে অভিনীত হইল! কোথায় যাচক যোগী ও
ব্রাহ্মণ, আর কোথায় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-রাজ রাবণ
জপুত্র মহাবীর অর্জ্জুন! প্রতাপ, শিবাজি ও
ৎ—জননী! এরূপে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়া
ার যে এ দশা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর।
অঘটন-ঘটনা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল।
সামান্য বণিকেরা মন্ত্রণাবলে ধনরত্নপূর্ণ ভূখণ্ড

াইব।
সলমান রাজত্ব উচ্ছেদকারী মুসলমান-কলঙ্ক মীরজাফর।
courtiers at Murshidabad held Meer Jaffer in such
ot that they called him "Clive's Jackass."
heeler's Tales from Indian History p. 141.

করায়ত্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। ৬
দেশে একটি কুবের ছিল, এক্ষণে পাশ্চাত্য রাজে
শত কুবের বিদ্যমান। কুবের-কথার ন্যায় এটি বা
বা উপাখ্যান বর্ণিত নহে, ইহা প্রত্যক্ষ বাস্তবিক ব্যাপ
ভারত-লক্ষ্মী পূর্ব্ব ধাম ত্যাগ করিয়া এক্ষণে প
প্রান্তে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এ অনুপযুক্ত স্থ
আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। মা আমাদের গুণগ্রা
অধ্যবসায়ী, কর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ, সাহসী
বিশ্বস্ত সন্তানেরা তাঁহার পুত্র নামের উপযু
আলস্য পরায়ণ, দাসত্ব-লোলুপ, সত্য-পথ-ভ্রষ্ট, স্বজ
বিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যজ্য পুত্র। ইহা
মুখদর্শন তাঁহার অসহনীয় হওয়ায়, তিনি এক্ষণে
ভূমিতে অবস্থান করিতেছেন। আহা! কি
মর্ম্মান্তিক ক্ষোভেই তিনি সন্তপ্ত! কি লাঞ্ছ
কতই বিড়ম্বনা!—অমানুষ সন্তানের জন্য দেশত
স্বরাজ্য হস্তান্তরিত হইল *, এবং নিজ পুত্রগ

---

* ভারত ত বহুদিন হইতেই পরহস্তগত হইয়াছে, কিন্তু নরপিশ
গাহ ও উচ্ছৃঙ্খল আরঙ্গজেবের ন্যায় শাসকগণ ও সর্ব্বগ্রাসী বণি
হস্ত হইতে যে নিষ্কৃতি পাইয়া মহারাণীর হস্তে আসিয়াছে, ইহা ভা
অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। মহারাণীর রাজত্ব কালে আমাদি
কোন বিষয়ে যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বি
ও শক্তি ক্রমাগত ন্যূন হইতে ন্যূনতর হইতেছে। আর নাই বলিলেও
হয় না।

অমানুষিকতায় গাত্রস্থিত অলঙ্কারগুলি * পরায়ত্ত হইতেছে। মাতৃধন সন্তানের প্রাপ্য, কিন্তু অপরে লইলে উভয়েরই মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্যবাসীরা! তোমরা ত সর্ব্বস্বই লইয়াছ। ভারতবাসীরা এক সময়ে লইয়াছিল, তোমরাও তাহার পরিশোধ লও, তাহাতে ক্ষতি নাই। ভারতবণিককে স্ব-ইচ্ছায় দিয়াছিলে, কিন্তু তোমরা নানা বলে বলীয়ান ও বাণিজ্যমন্ত্রে সুদীক্ষিত হইয়া ছলে বলে কৌশলে সমস্ত হস্তগত করিয়াছ। ভারতবাসীরা অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াও স্বশরীর ও স্বজনবর্গের যথোচিত ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া তেছে। যদিও দুই এক জনের যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতা ও অর্ব্বাচীনতায় তাহা তও ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতেছেন †। পরে যে কি তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন। স্ববলানভিজ্ঞ ন্যায় ইহাঁরা সময়ে সময়ে ধনমানক্ষয়কর করিয়া, নিজ পরিবারবর্গ ও আপনাদিগকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া থাকেন।

সকল দেশে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। স্বদেশীয় প্রথমোক্ত শ্রেণীর অবস্থা এক্ষণে এরূপ যে, তাহাদের সকলই আছে কেবল

---

* স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকাদি খনিজ দ্রব্য।

† মণিপুর, খালওয়ার ইত্যাদি দেশীয় ভূপতিগণ।

পুষ্টিকর ও ক্ষুধাশান্তির দ্রব্য এবং ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রেরই অভাব। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আবশ্যকীয় খাদ্য অধিকাংশ লোকেই সংগ্রহ করিতে অক্ষম। সুতরাং বলিতে হয় যে, প্রায় সকলেই নিজ শরীর ও সন্তান সন্ততিদিগের জন্য বলকারক আহারীয় প্রাপ্ত হয় না। সকল সংসারেই অকুলান *। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, দেখি বিষাদের ছায়া। পূর্ব্বতন তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের বলিষ্ঠ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত মুখ-মণ্ডলের পরিবর্ত্তে, এক্ষণে কালিমাভ চক্ষুবিশিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ স্ফীত-উদর যুবক সম্প্রদায়ের বিষণ্ণ মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার কারণ কি? স্ব নাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মহার্ঘতা প্রযুক্ত খাদ্যের অভাবই ইহার মূলীভূত কারণ। বং বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত রুগ্ননিবাস উঠিয়াছে। কৃষক ও দরিদ্র লোকদিগের বিষয় মনে কোন রূপেই অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। মধ্যে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী নিরীহ কৃষক ও দুঃখী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুসখার আশ্রয় লইতেছে।

---

* একেত মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকদিগের মধ্যে রীতিমত পরিবারপালনোপযোগী অর্থ অতি অল্পলোকেই উপার্জ্জন করিতে সক্ষম। তাহার উপর আবার আয়-কর, শবকণ্ঠে খড়্গাঘাত।

কেহ কেহ ভীষণ জঠরানল শান্ত করিবার নিমিত্ত যে কোনপ্রকার দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু এরূপ দুর্ব্বলাবস্থায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় যে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে; সুতরাং নানা প্রকারে তিরস্কৃত ও সময়বিশেষে গুরুতর দণ্ডেও দণ্ডিত হইতে দেখা যায়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ ও মড়কের দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল নরঘাতী রাক্ষসদিগের কঠোর হস্তে, প্রথমে দুঃস্থ লোকেরাই পতিত হয়। একে সামান্য পাঁচ ছয় টাকা বেতনভোগীদিগকে স্ত্রীপুত্র সহ একাশনে বা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়, তাহার উপর চিরসহচর ম্যালেরিয়া আপনার প্রসার বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, স্বশক্তিপ্রভাবে হতভাগ্যদিগের প্লীহা, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে; পরে নানা কারণে প্রকৃতির হতভাগ্য সন্তপ্ত সন্তানদিগের জীবনাভিনয় সমাপ্ত হয়। হে কৃপাময়! হে দীনাশ্রয় দীনবন্ধু! এই সকল দুর্ঘটনার মূলোচ্ছেদ করুন, দৈহিক-যন্ত্র-বিকলকারী ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করুন, প্লীহাযকৃতাদি অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর করুন, না হয় একেবারে প্লীহাদিশূন্য ভারতবাসীর সৃজন করুন! হে জ্ঞানময়! দুর্ভিক্ষ-সময়ে যাহাতে অবাধ-বাণিজ্য রহিত

হয় অর্থাৎ অজন্মার সময়ে দেশের শস্য ভিন্ন দেশে প্রেরিত না হয়, এই মনুপ্রোক্ত লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ভারতেশ্বরী ও তাঁহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রী ও প্রতিনিধিগণের হৃদয়ে জাগরূক করুন; দুর্ভিক্ষ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে বলবতী প্রবৃত্তি দান করুন; দীনহীন উপবাসী প্রজাপুঞ্জ রক্ষা করিতে উত্তেজিত করুন। নচেৎ কতক অনাহার ক্লেশে, কতক সংক্রামক রোগে, কতক প্লীহা যকৃতের দোষে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে, ভারতের যে কি দশা হইবে, তাহা চিন্তাশীল লোকের অবিদিত নাই। আহা! দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্রদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়,—মরুচক্ষেও জলোচ্ছ্বাস হয়। পৈশাচিক পাষাণহৃদয়ও শতধা হইয়া যায়। যাহারা মুষ্টিমেয় চাউল, কণামাত্র লবণ এবং শীত নিবারণার্থ দুই এক খণ্ড জ্বালানি কাষ্ঠ * পাইলেই

* জঙ্গল বিধি দ্বারা কাষ্ঠ সংগ্রহ নিষেধ, নিজ ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করিতে নিষেধ ও ইহার আমদানির উপর অসম্ভব শুল্ক স্থাপন। সচরাচর শত মণ লবণের বাজার দর প্রায়ই পঞ্চাশ কি ষাইট টাকা; কিন্তু প্রতি শত মণের জন্য তিন শত টাকা রাজকর নির্দ্ধারিত আছে। দেশের যেরূপ দশা, তাহাতে কি এইগুলি সমুচিত ব্যবস্থা? এমন যে বিশাল ভারতভূমি ইহারও আয়ে রাজ্যের ব্যয় সংকুলান হয় না; দরিদ্র ভারত দুশ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত।

মদ্য, অহিফেন, গাঁজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য যাহাতে সাধারণ লোক দ্বারা ব্যবহৃত হয়, এবং উদরান্ত কালে সকলেই সহজে প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য পথে পথে, গলিতে গলিতে, পূর্ব্বপশ্চিম উত্তর দক্ষি

মহাসন্তুষ্ট, তাহারা তাহা হইতেও বঞ্চিত; ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়? যেস্থানে এরূপ অল্পাশী ব্যক্তিরা অনশনে প্রাণত্যাগ করে, তদ্দেশের শাসন-প্রণালী যে অসম্পূর্ণ ও দোষাশ্রিত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সে রাজ্য চালকদিগের কলঙ্ক সমস্ত সাগরজলেও ধৌত হইবার নয়। যেমন অঙ্গারের কৃষ্ণবর্ণত্ব অগ্নি-সংযোগেই নিরাকৃত হয়, সেইরূপ অগ্নির ন্যায় দ্বিচক্ষু

সহরের চতুর্দ্দিকে, বাহিরে ভিতরে, বামে দক্ষিণে সকল স্থানেই, অশেষ দোষাকর মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্যের জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে যে মানব-চরিত্র কলুষিত হইয়া পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা মহানুভব ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। এইজন্য কোন কোন দেশের স্থানবিশেষ হইতে মদ্য বিক্রয় একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আশাতিরিক্ত সুফলও ফলিয়াছে **। পশ্চিমাঞ্চলে একটি বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, যাহা ব্যক্ত করিতে হইলে ক্ষোভ, দুঃখ ও বিস্ময় যুগপৎ উদয় হইয়া, মন অত্যন্ত ব্যাকুল করে। গয়া জেলায় বিস্তৃত অহিফেন চাস হয়। সেস্থানের অনেক লোক কলিকাতায় চাকুরি করিতে আসে, তাহাদের নিকট শুনিতে পাই যে অহিফেন বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা সবলে তাহাদিগকে উহার চাস করিতে বাধ্য করে! (নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, এটি হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চতম কর্ম্মচারীদিগের অজ্ঞাত) যে জাতি পৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাহাদের দ্বারা এরূপ রাজ-

** It is no doubt perfectly true that in proportion as you make it difficult to obtain liquor you diminish the amount of liquor drunk.

I am willing to admit that to remove temptation and to make drink more difficult to procure is bound to produce a good effect.

This system (Local Option) have had a very considerable measure of success in Sweden and the town of Gothenburg.

Crime—its Causes and Remedy
by Gordon Rylands.
Page 123—124.

বিশিষ্ট রাজপুরুষ দ্বারাই দুর্ভিক্ষাদি মূলক দুর্ঘটনা রহিত হইতে পারে। রাজকোষ পরিপূর্ণ থাকিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ অনায়াসসাধ্য। উত্তমরূপে রাজকার্য্য পরিচালিত হইলেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু নানা দোষে দূষিত হইলেই রাজ্য ঋণগ্রস্ত ও রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া থাকে*।

নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া কখনই উচিত ও সম্ভবপর নহে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে রাজপুরুষদিগের পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয় নহে; প্রত্যুত অতিশয় গর্হিত। হে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী যাজকগণ! এরূপ আদর্শ দর্শাইয়া কি কখন কোন জাতিকে স্বধর্ম্মাবলম্বী করা যায়? বুঝি রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি মিশ্রিত থাকিবার পদার্থ নয়—বাস্তবিক যেন তৈল ও জলের একত্র সংমিলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বুঝি আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা অভাব কালে কোন ব্যবস্থা নাই (Necessity has no law) এই মতেরই সমর্থনকারী।

পিতা পুত্রের যে সম্বন্ধ, রাজার সহিত প্রজারও সেই সম্বন্ধ; টাকার অনটন হইলেও প্রজার যাহাতে অনিষ্ট হয় এরূপ কোন কার্য্যে রাজার অনুমোদন করা ন্যায় ধর্ম্মবিগর্হিত। অতএব হে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ও মন্ত্রিগণ! উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন এবং যদি ঐ গুলি অবৈধ ও সংস্কারোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে এ শাসন-কলঙ্ক অপনয়ন করিতে অগ্রসর হউন। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমরা দয়ার পাত্র।

মা ভারতেশ্বরী! আপনার দুঃখী সন্তানদিগের প্রতি একবার কৃপা দৃষ্টি করুন। আমরা নানা ব্যথায় ব্যথিত এবং আপনার ইংলণ্ডস্থ প্রজা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অক্ষম ও দুর্ব্বল; এই কারণেই অধিকতর সাহায্যপ্রার্থী ও কোন কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ও সংশোধিত করাইবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকি। স্বদেশের মঙ্গল ভিক্ষা আপনার নিকট না করিয়া আর কাহার নিকট করিব? আমাদের মর্ম্মবেদনা আপনি যদি না জানিতে পারেন, তাহা হইলে কি প্রকারে উহার প্রতিকার হইবে। তবে সকল কথা আপনাকে বিদিত করাই অসাধ্য ব্যাপার।

* এ দেশের আয় নিতান্ত কম নয়। তবে দেশের এরূপ দশা কেন? অবশ্য অতিরিক্ত ব্যয় কিম্বা শাসন বিশৃঙ্খলাই বর্ত্তমান অবস্থার মূলীভূত কারণ।

নানা কারণ বশতঃ এতদ্দেশীয় লোকদিগের এরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে। দেশীয় ভূপতিদিগের পরস্পরের উপর হিংসা, তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ হেতু স্বজাতীয়-দিগের বলক্ষয়, বহুবিবাহের জন্য তাঁহাদের গৃহ-বিচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সূত্রবাহীদিগের উপর অচলা ভক্তি, শত্রুর উপর নীতিবিরুদ্ধ দয়া প্রদর্শন, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব যাজকদিগের কুসংস্কারময় আচার ও ধর্ম্ম-প্রচার, বর্ণবিভাগ ও জাতিগত কর্ম্মের বিধি, স্বদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকদিগকে চিরান্ধকারে রাখিবার জন্য কুঞ্চিতহৃদয় সূত্রধারীদিগের দ্বারা অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান, এবং কি প্রকারে তাহাদের চিরপ্রভুত্ব রক্ষা হয় তদভিপ্রায়ে, নানা প্রকার হেয় কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি বহুবিধ বিগর্হিত ব্যাপার যে আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা জ্ঞানপিপাসু পাঠকদিগের অবিদিত নাই। গতানুশোচনা নিষ্ফল, কিন্তু পূর্ব্বাপর ঘটনা আলোচনা করিলে নানা প্রকার শিক্ষা পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পীড়া কিসে আরোগ্য হয়, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক হই-য়াছে। ঔষধের প্রধান উপকরণ, প্রজার চেষ্টা ও রাজার দয়া। এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় উক্ত হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতেরা যদৃচ্ছা নিয়মাদি করিয়াছেন *।

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়মাদি

এক জনের ব্যবস্থা অন্য জনে রহিত ও খণ্ডন করিয়াছেন। বাস্তবিক সকল গুলিই যে সকল সময়ে যোগ্য ও অনুকরণীয় তাহার প্রমাণ কি? নূতন পীড়ায় নূতন ঔষধ আবশ্যক। উৎপত্তির কারণ ও পীড়িত ব্যক্তির অবস্থাভেদে ঔষধের ব্যবস্থা করা বিধেয়। সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসে কোন ব্যাধি হইলে যে ঔষধে উপকার দর্শে, প্রচণ্ড উত্তাপ দ্বারা সেই রূপ পীড়া হইলে ভিন্নৌষধের প্রয়োজন। নচেৎ চিকিৎসকের চিকিৎসা নিষ্ফল হইবারই সম্ভাবনা। অতএব এ সময়ে আমাদিগের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা, এবং বাহ্য সম্বন্ধ বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও অনুশীলন পূর্ব্বক,

---

প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কোন যশোলিপ্সু ব্যবস্থাপকেরা নিজ নিজ মতের বিশেষত্ব রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বে যাহা করণীয় ছিল, তাঁহার সময়ে ও পরে সেইটি বর্জ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, সত্যযুগের শেষমুহূর্ত্তে যে বিষয় ধর্ম্মসঙ্গত ছিল, ত্রেতার আরম্ভে অর্থাৎ দুই এক মুহূর্ত্তের পরেই তাহা পাপকার্য্যে পরিণত হইল! সেইরূপ এক যুগে যাহা স্বর্গ লাভের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, অন্য যুগ পদার্পণ করিতেই তাহা নরক বাসের কারণ হইল! এক সময়ে যে কার্য্য করিয়া এক জনের স্বর্গ বাস হইয়াছে, কিঞ্চিৎকাল ব্যবধানে সেই কার্য্য করিয়া অন্য জনের নরক বাস হইল! এরূপ হাস্যাস্পদ ও অবাস্তবিক বিধি লইয়া যাঁহারা তর্কবিতর্ক করেন ও শাস্ত্র খুলিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে, এইটি শাস্ত্রসম্মত এইটি নয় বলিয়া উচিতানুচিত ব্যবস্থা দেন, এবং জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব বিরোধী, এবং দেশের অহিতকর হইলেও শাস্ত্রোক্ত বলিয়া তাহাতেই অভিমত প্রকাশ করেন ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য! তাঁহাদের সমজ্ঞানীরা ধন্য! আর কপিলা ব্যবস্থা গ্রাহকেরা ত তাঁহাদের নিকট চিরদিনই ধন্য ও সুচি হইয়া রহিয়াছেন। প্রভুদিগের ব্যবস্থা না শুনিলেই ম্লেচ্ছ, অধার্ম্মিক, নাস্তিক, দাম্ভিক ইত্যাদি আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, বর্ত্তমান সময়োপযোগী বিধি ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হওয়া প্রকৃত ভদ্রলোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

রামায়ণাদি গ্রন্থ রচনার সময় হিন্দুদিগের যেরূপ অবস্থা ছিল এক্ষণে কি সেইরূপ আছে? কথায় বলে, রামরাজত্বে বাস। তখন পিতৃসম সমধর্ম্মী রাজার আশ্রয়ে ভারত সন্তানেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সুখসচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত *। সেই হিন্দুদিগের অযোগ্য বংশধরেরা পূর্ব্বপরাজিত (মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে) জাতিদিগের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিয়া শারীরিক ও মানসিক দুঃখে কাল যাপন করিতেছে। এরূপ বিপর্য্যয় অন্য কোন জাতির ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ হীন জীবন বহন করা অপেক্ষা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। না—না—হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে কি পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে উত্থিত হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ ও অসম্ভব? কখনই নহে। ইতিহাসজ্ঞ সুকুমারমতি

---

* Soil of Ancient India, cradle of humanity, hail! hail! Venerable and efficient nurse whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! hail fatherland of faith, of love, of poetry and of science. May we hail a revival of thy past in our Western future.

M. Louis Jacolliot's Bible in India.

বালকেরাও ইহার উত্তর প্রদানে সক্ষম। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি গুণশক্তির প্রয়োজন। আহা! ঐ গুলিরই অভাব। সাহস নাই, বীর্য্য নাই, সত্য পরিচর্য্যা ও বিস্তৃত সরলহৃদয় নাই, দেশহিতৈষিতা ও পরস্পর সহানুভূতি নাই, এবং যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিলে হৃদয় উচ্চ, উদার ও সত্যপ্রিয় হয়, বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার পদ্ধতি নাই। আছে কেবল দাসত্ব ব্যবসায় শিক্ষা *। কৃষি বাণিজ্যাদি স্বাধীনবৃত্তি এবং সুরীতি ও সুনীতি শিক্ষা যে অত্যাবশ্যক, তাহা বোধ হয় বালক ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনে উদয়ই হয় না। আর এক বিষম কণ্টক, কতকগুলি উন্নতি ও সংস্কার বিরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়। এই সকল লোকেরা প্রাচীন পদ্ধতির ক্রীতদাস, সংস্কার-চন্দ্রের রাহুগ্রহ। যাহা হউক পতন ও উত্থান যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত তাহার শত শত দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগের হীনাবস্থা উন্নত হইতে পারে তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

একবার দয়াময় পরমেশ্বরের সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত

---

* আহ্লাদের বিষয় যে এক্ষণে শিল্পাদি শিক্ষা দিবার কথা উঠিয়াছে। শেষ রক্ষা হইলেই মঙ্গল।

করি, করিলে যদি কোন প্রকার তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে পারি। এই ভূমণ্ডলই সমগ্র মানবজাতির আদ্য পুস্তক। এই বিশ্বকোষে যাবতীয় শিক্ষা সন্নিবেশিত আছে। ধর্ম্মনীতি, আচারব্যবহারনীতি, প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষণ ও লঙ্ঘনের ফলাফলনীতি ইত্যাদি মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্টিতে শিক্ষা করিবার অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যে, যে দিকে অবলোকন করি, প্রকৃতির অবস্থাভেদ ততই দেখিতে পাই। যে মৃত্তিকা এক দিন সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তাহাই হিমালয় রূপে গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কত শত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকাস্তূপ হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহাই রাজচক্রবর্ত্তী ও ধনাঢ্যদিগের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বৃহৎ ও সুস্বাদু ফলবীজজাত বৃক্ষ হইতে অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তন সেই বিশ্বরচয়িতার বিধিব্যবস্থার অন্তর্গত। উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কৃষক এই গুণভেদের কারণ জ্ঞাত হইয়া নিকৃষ্ট ফল বীজ হইতে উৎকৃষ্ট ফলদায়ী বৃক্ষ উৎপাদিত করিতে পারেন। যদি এ সকল তাঁহার বিশ্বরাজ্যে সম্ভবপর ও সংঘটিত হয়, তাহা হইলে এই অধঃপতিত হিন্দু জাতিও সংস্কৃত হইতে পারে। নূতন সক্রেটিস বা

নূতন রামমোহন * বা উহাঁদের ন্যায় উদারপ্রকৃতি ও বিশ্বহিতকাম ব্যক্তির আবশ্যক। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষা হয় † তাহার আয়োজন, আর রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, কৃষক, সূত্রধর ইত্যাদি লোকের সন্তানেরা যাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতে বাধ্য হয় তাহার জন্য রাজব্যবস্থার প্রয়োজন। এবং এই কার্য্য সিদ্ধির জন্য স্বদেশীয়দিগের ‡ মধ্যে সহানুভূতি ও একতা স্থাপন অত্যাবশ্যক। একতাই জাতীয় শক্তির ভিত্তি। স্বজাতিপ্রিয় পাশ্চাত্য জাতিরা যে অধুনা এতাদৃশ বলবিক্রমে প্রতা-

---

* মহান্তঃকরণ, নিস্বার্থ, দেশহিতৈষী ৺রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকদিগকে কুসংস্কারবিহীন ও উন্নত করিবার মানসে যেরূপ কঠোর ব্রতারম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যে জ্ঞানীজনপ্রশংসনীয় ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য সুদূর ইংলণ্ডভূমিতে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই কারণে সময়ে সময়ে ধন, স্বার্থ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবন পর্য্যন্তও কখন কখন পণ করিতে হয়।

† বিদ্যাচর্চ্চা এ স্থলে জ্ঞান শিক্ষা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিলে কুসংস্কার দূরীভূত হয়, মন সত্যপ্রিয় এবং উন্নত ও বিস্তৃত হয়, সেইরূপ শিক্ষাই প্রয়োজনীয়। কেবল ভাষা ও যোগবিয়োগ শিক্ষা করিলে কি হইতে পারে?

‡ নগর ও পল্লীগ্রামস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, স্ব স্ব ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য আমোদ প্রমোদাদিতে প্রতিবৎসর যেরূপ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার কিয়দংশও যদি শিক্ষা বিষয়ে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হয়। পাঠশালার জন্য একটি পর্ণকুটীর দান ও শিক্ষকের জন্য মাসিক দশ টাকা ব্যয় করিলে পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র ও কৃষক সন্তানদিগের বিস্তর কল্যাণ হয়।

পান্বিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার মূলই একতা এবং সাধারণ শিক্ষা। হে ভারতবাসী ভ্রাতাগণ! স্বদেশীয়দিগের মধ্যে জাতিভেদরূপ হলাহলকে একপার্শ্বে রাখিয়া পরস্পরের ভিতর সদ্ভাব সংস্থাপন কর *। হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও মর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া, অকপট মনে দেশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হও। হীনাবস্থাপ্রাপ্ত দেশীয় লোকদিগকে উন্নত করিতে যত্নবান হও, নীচকুলোদ্ভব বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না। শিক্ষিত সম্প্রদায়! যাহাদিগের সাহায্য আবশ্যক, যাহারা সমাজের নিম্নতলে অবস্থিত, তাহাদিগকে উপদেশ দাও, সাহায্য কর এবং উন্নত করিবার চেষ্টা কর। সময় হইলেই বৃক্ষ ফলপুষ্পিত হইবে। মঙ্গলব্রত আরম্ভ কর, কল্যাণময় আমাদিগের কল্যাণ করিবেন।

---

* যত দিন ভারতে বর্ণবিভিন্নতা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন কখনই ভারত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে না। যেমন কণ্টকবীজপূর্ণ ক্ষেত্রে কোন রূপ শস্যোৎপাদন হওয়া অসম্ভব, যেমন পুরাতন বস্ত্রের এক স্থান সংস্কৃত হইতে না হইতে অপর স্থান ছিন্ন হইয়া যায়, যেমন দেহ ভগ্ন হইলে একটি পীড়া আরোগ্য করিবার সময় অন্য পীড়া আসিয়া পড়ে, সেইরূপ বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজের সর্ব্ব অনর্থের মূল বর্ণবিভিন্নতা থাকিতে, আমাদিগের মঙ্গল সুদূরপরাহত। উহার উচ্ছেদ না হইলে শুভাকাঙ্ক্ষীদিগের শুভ চেষ্টা নিষ্ফল। জাতি-ভেদ প্রবল ঝটিকা আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আসিতেছে। হে সর্ব্বশক্তিমান! কতদিনে ইহার শান্তি হইবে? কত দিনে ছত্রভঙ্গ হিন্দু সন্তানেরা পুনর্মিলিত হইবে?

জগতে সময়ে সময়ে এক একটি ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া, অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সমাধা করে। জর্ম্মানি রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী বিসমার্কের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা জর্ম্মানি এক্ষণে স্থূল কলেবর ধারণ করিয়াছে। তিনিই জর্ম্মানির সহিত প্রুশিয়া ও অন্যান্য প্রতিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য মন্ত্রণাবলে একত্রীভূত করিয়া, জগজ্জনের নয়ন ও জ্ঞান বিস্ফারিত করিয়াছেন। এক অশ্ব এক্ষণে শত শত অশ্বের বলে বলীয়ান। একতা থাকিলে কার্য্য সিদ্ধির পথ অতি সন্নিকট। অতএব কোন প্রকার সার্ব্বজনীন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে হইলে, একতার প্রয়োজন। সমবেতশক্তির অভাবে প্রায়ই সাধারণ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। কোন প্রকার স্বদেশীয় বিষয় বর্ণনা করিবার সময় নানারূপ আনুষঙ্গিক কথা আসিয়া পড়ে,—বিশেষতঃ আমাদিগের ভগ্নদশার বিষয়; তজ্জন্যই সময়ে সময়ে ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। এক্ষণে বাণিজ্য বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার আরম্ভ করিতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা রচিত *। ইহলোক, পরলোক, জাতিবিভিন্নতা, নানারূপ আশ্রম ও সংস্কার, ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, দণ্ডনীতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা-পূর্ণ উক্ত গ্রন্থ, একটি সুসভ্য বর্দ্ধিষ্ণু মানব-সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা পুস্তক। সে সময়ে হিন্দু জাতির কিরূপ সমাজাচার ছিল, তাহাদের গতিবিধিই বা কিরূপ ছিল, তাহা সম্যকরূপে ইহাতে বর্ণিত আছে। গ্রন্থ-প্রণেতা স্বদেশীয় লোকদিগকে নানা প্রকার জীবিকা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; তন্মধ্যে সমুদ্রযাত্রা ও দেশদেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য-পথ প্রসারণ করিবারও ব্যবস্থা আছে। বণিকদিগকে বিভিন্নজাতির সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়, এই

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগের ৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

জন্য তিনি তাহাদিগকে নানা প্রকার ভাষা শিক্ষা করিবার আদেশ করিয়াছেন; এবং সামগ্রীর উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার, দেশের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা লাভালাভ, পশুদিগের উৎকর্ষ সাধন, ভৃত্যদিগের ভৃতি, দ্রব্যের স্থান-যোগ অর্থাৎ কি প্রকারে কোন দ্রব্য রাখিলে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় তদ্বিষয়, ক্রয় বিক্রয়ের রীতি, নিয়মভঙ্গকারী যৌথ-ব্যবসায়ীদিগের উপর কঠোর শাসন, বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ ও শূন্য দ্রব্যাধারপূর্ণ যান পারাপারের শুল্কের বিভিন্নতা, নদী ও সমুদ্রগামী পোতের ভাটক-নির্দ্ধারণ, নাবিকদিগের দ্বারা যাত্রীদিগের দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ ও দৈব ঘটনা দ্বারা কোন সামগ্রী নষ্ট হইলে নাবিক দিগের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি, দুর্ভিক্ষ সময়ে দেশজাত দ্রব্য অন্য দেশে প্রেরণ ও বিক্রয় নিষেধ, বণিকেরা কোনরূপ কৌশল বা চাতুরি করিলে তাহার দণ্ড বিধান, নির্দ্দিষ্ট তুলামান পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা, যাহাতে বাণিজ্য ব্যবসায়ীর উপর উৎপীড়ন না হয় তাহার বিধি, কূপসমীপস্থ পাত্র হরণ ও পানীয়-গৃহ ভঙ্গের শাস্তি, এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে মিশ্রণ ও অসার দ্রব্য সার বলিয়া বিক্রয় করিবার নিষেধ, বণিকদিগের নিকট শুল্ক গ্রহণের ব্যবস্থা, ঋণ ও কুসীদের নিয়ম এবং যানবাহনস্বামীরা স্বকার্য্যে অবহেলা করিলে বা সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে

স্থল পথ ও সমুদ্র পথগামী বণিকেরা বিচার করিয়া যাহা ব্যবস্থা করে তাহাই গ্রাহ্য ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ভূরি ভূরি উপদেশ ও বিধিব্যবস্থা সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন *।

যে দেশের কোন বিষয়েরই ধারাবাহিক পুরাবৃত্ত নাই, তথাকার বাণিজ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তবে বাণিজ্যবৃত্তি যে হিন্দুদিগের প্রিয় ব্যবসায় ছিল, ও তাহারা দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিত, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ সমুদায়ে যে তাহার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনও পাওয়া যায় এই বিস্তর। বণিকদিগের বৃত্তিরক্ষা ও বাণিজ্য ক্রিয়ার বিধান ও পোষণ করা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গ ছিল। আর কামন্দকীয় নীতিসারপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাণিজ্য বিধান বিষয়ে বার্ত্তানামে একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহাতে পাশুপাল্যাদি সমস্ত বৈশ্যবৃত্তির নিয়ম থাকিত †। রামায়ণেও উহার উল্লেখ আছে ‡। ইহা অত্যন্ত

---

* ৭ম টিপ্পনী দেখ।

† আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী।
বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা লোকসংস্থিতিহেতবঃ॥
পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বার্ত্তা বার্ত্তানুজীবিনাম্।
সম্পন্নো বার্ত্তয়া সাধুর্ন ত্বুত্তেতয়মুচ্ছতি॥

কামন্দকীয় নীতিসার দ্বিতীয় সর্গ।

‡ বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড শততম সর্গ।

আক্ষেপের বিষয় যে, এক্ষণে ঐ সকল গ্রন্থ নিতান্ত অপ্রাপ্য হইয়াছে। বুঝি, লুপ্ত হইয়া থাকিবে। বিদেশীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের পুস্তক ব্যতিরেকে এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

বহুকালপূর্ব্বে মিশর দেশীয় লোকের সহিত যে ভারতবর্ষীয় বণিকদিগের বিস্তৃত বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল, তাহার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায় *। সেই অতি প্রাচীন সৌভাগ্যশালী সভ্যলোকেরা সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে ভারতজাত সুভোগ্য সামগ্রী সকল প্রাপ্ত হইয়া ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতেন। তিন সহস্র ছয় শত ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন যুষফ ঐ দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আরবরাজ্যের ইসমায়েলীয় বণিকেরা তথায় ভারতবর্ষজাত ও ভারত-সমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপোৎপন্ন তেজস্কর ভক্ষ্য ও গন্ধ দ্রব্য সমুদায় † বিক্রয়ার্থে লইয়া যাইতেছিল ‡। এবং যখন তিন সহস্র চারি শত

---

* From many sources we gather, that the products of India reached Greece in the time of Homer, and Egypt, Jerusalem and Persepolis in the days of Joseph, King Solomon and of Queen Esther.

Mrs. Mannig's Ancient and Mediæval India. vol. I. P. 283.

† গরম মশলা। ইহা কেবল ভারতবর্ষে বিশেষতঃ ভারত সমুদ্রবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং মিশর দেশীয় লোকদিগের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যোগেই উহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত।

‡ *Bible, Genesis xxxv, ii, 29.*

বৎসর পূর্ব্বে এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে তৃতীয় থোথ্‌মিস্, ও তদুত্তর কালবর্ত্তী ফিরাণ নামে নৃপতিদিগের সময়ে * তথায় বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ভারতবর্ষীয় রত্ন এবং নীল † ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার সামগ্রী উপস্থিত হইত, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ বাণিজ্য বহুকাল ধারাবাহিকরূপে পরিচালিত হইয়াছিল‡। ভারতবর্ষের সহিত যে মিশর দেশের বাণিজ্যঘটিত সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা অসম্ভব বা কাল্পনিক নহে। তথাকার বহুতর প্রাচীন সমাধিমন্দিরে অনেক চীনদেশীয় পাত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহাতে চীন অক্ষরে ও চীন ভাষায় শব্দ সকল লিখিত আছে ¶। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতের সহিত চীন দেশের নানারূপ সংস্রব ছিল। অতএব ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, মিশরবাসীরা এদেশীয় বাণিজ্য যোগেই ঐ সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হইত। কয়েক খানি বাণিজ্যপোত মিশরদেশ হইতে

---

* মিশর দেশাধিপতি তৃতীয় থোথমিস্ খৃঃ পূঃ ১৪৯৫ অব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

† মিশর দেশজাত বস্ত্রের প্রান্তভাগ নীলবর্ণে রঞ্জিত হইত। তিন সহস্র ছয় শতাধিক বৎসরেরও পূর্ব্বে তথায় ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহাতে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের প্রাচীনত্ব আরও বৃদ্ধি হয়।

Wilkinson's Ancient Egyptians Vol. 3. p. p. 123—125.

‡ *Wilkinson's Ancient Egyptians Vol. 3. p. p. 126—217.*

¶ *Ibid pp. 107—109.*

যাত্রা করিয়া মুসিরিস * বন্দরে উপনীত হইত, এবং তথায় ভারত ও ভারতসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপজাত বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া পুনর্যাত্রা করিত। কিন্তু ঐ সকল সামগ্রী ভারতবর্ষীয় নৌকা দ্বারা দ্বীপদ্বীপান্তর হইতে আনীত হইয়া মুসিরিস বন্দরে উপস্থিত হইত। বহুদিন পর্য্যন্ত মিশর ও রোমীয় বণিকেরা ভারত বণিকদিগের নিকট হইতে এই ভাবেই পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত; দূরসমুদ্রান্তর্গত অজ্ঞাত স্থানে পোত চালনা করিতে সাহসী হইত না †।

আরব্যোপসাগর ও পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য কার্য্য কিছুকাল মিশরবাসীদিগের দ্বারা চালিত হইয়াছিল। এই বাণিজ্য দ্বারা যে তাহাদের সুখসৌভাগ্যের বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহার সংশয় নাই। বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আরব্যোপসাগরে নীত হইয়া স্থলপথে নীল নদী সমীপে উপস্থিত হইত, এবং বণিকেরা তথা হইতে উক্ত নদী যোগে ভূমধ্য সাগরে প্রেরণ করিত। এই সমস্ত প্রামাণিক ঘটনাবলী দ্বারা কেবল ভারতবর্ষের বাণিজ্যমাত্রের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না, ইহাতে সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের

* এক্ষণে ভারতের যে স্থানটিকে মালবর উপকূল কহে, মুসিরিস বন্দর ঐ স্থানেই বিদ্যমান ছিল।

† *Robertson's America pp. 28-29.*

সভ্যতা ও সৌভাগ্যের * উন্নতিও সূচিত হইতেছে। যাহারা শারীরিক শোভার্থে রত্ন ব্যবহার করিত, যাহাদের মধ্যে খনিখনক ও মণিকারের ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, যাহারা বস্ত্র রঞ্জনার্থে নীলাদি প্রস্তুত করিত †, যাহারা ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপবাসী লোকের নিকট হইতে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য আহরণ করিয়া দেশদেশান্তরীয় বণিকদিগকে বিক্রয় করিয়া ধনাগমের পথ বিস্তৃত করিত, তাহারা কখনই নির্ধন ও অসভ্য ছিল না।

প্রাচীন কাল হইতেই আরবীয় বণিকেরা যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া মিশরদেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। যদিও হিন্দুদিগের ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরদেশে গমনাগমন করিবার ইতিহাস আছে; এবং এক আরবীয় গ্রন্থকর্ত্তার প্রামাণিক লিপি অনুসারে, দ্বাদশ শত শক পর্য্যন্তও হিন্দুরা সমুদ্র পথে আরবদেশে উত্তীর্ণ হইয়া ‡ পরে স্থলপথে মিশরদেশে

---

* ৮ম টিপ্পনী দেখ।

† Much praise (to the Indians) for having so many thousands of years before discovered means by which colorable matter of the plant might be extracted oxygenated and precipitated from all other matters combined with it.
Bankrofts Works on Colors.

নীলাদির বিষয় ৯ম টিপ্পনীতে দেখ।

‡ তাহারা (হিন্দুরা) আরবের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রতীরস্থ অয়দাব নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইত, এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে মরুভূমি দিয়া মিশর দেশে গমন করিত।

গমন করিতেন *, কিন্তু তিন সহস্র চারি শত বা তিন সহস্র পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপে যাতায়াত করিতেন কি না, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। আর ফিনিসিয়াদেশীয় মহোৎসাহী বণিকদিগের দ্বারাও ঐ সকল ভারতীয় পণ্য সামগ্রী মিশর রাজ্যে প্রেরিত হইবার প্রমাণাভাব নাই †। অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন উক্ত রাজ্য গ্রীক ও রোমানদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তৎকালের, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ফিনিসিয়ার বণিকদিগের সহিত হিন্দুদিগের কিরূপ ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ফিনিসিয়াদেশবাসীদিগের প্রাচীন বাণিজ্য ব্যবসায় ও সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। মিশরদেশীয় প্রাচীন বাণিজ্য ‡ বিবরণের কোন কোন অংশ যেরূপ সন্দেহপূর্ণ, ফিনিসিয়ার সেরূপ নহে। বাস্তবিক শেষোক্ত স্থানবাসীদিগের বাসভূমি ও তাহা-

---

* *Heeren's Historical Researches. Egyptians. chapr IV Note 70.*

† হিরোডোটাসের গ্রন্থ ও বাইবেল পুস্তকের প্রমাণানুসারে নিশ্চিত অবগত হওয়া যায় যে, ফিনিসিয়ার সহিত মিশর দেশের বিশিষ্ট রূপ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

Heeren's Phœnecians. Chapter IV.

‡ গ্রীশ দেশীয় সম্রাটদিগের মিশরাধিকারের পূর্ব্ব কালের বাণিজ্য।

দের জাতীয় অবস্থা বাণিজ্য কার্য্য প্রসরণ করিবার সম্যক উপযোগী ছিল।* এই দেশটি না বৃহৎ না উর্ব্বরা। স্থানীয় লোকদিগের সুবিখ্যাত ধনৈশ্বর্য্য ও প্রভূত ক্ষমতা কেবল বাণিজ্য যোগেই লভ্য হইয়াছিল। সে সময়ে ভূমণ্ডলের অন্য কোন জাতি বাণিজ্য বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তাহারা বিভিন্ন দেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিত, এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে স্থলপথ ও সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিতে হইত। এই ফিনিসিয়া বাসী ভুবনবিখ্যাত মহোৎসাহী বণিকেরা এককালে ভারতবর্ষেও গমনাগমন করিত। তাহাদের সমুদ্র-পোতের ধ্বজা, পশ্চিমে ব্রিটন দ্বীপ ও পূর্ব্বে ভারত সন্নিহিত মহাসাগরে এক কালেই উড্ডীয়মান থাকিত। এ প্রকার লিখিত আছে যে, ন্যূনাধিক দুই হাজার নয় শত বৎসর পূর্ব্বে হিরাম ও সলমন রাজার অনুমত্যনুসারে ভারতবর্ষের সহিত নিয়মিত বাণিজ্য স্থাপনার্থে ফিনিসীয় ও ইজরেল জাতীয় বণিকেরা লোহিত সাগর দিয়া ওফর দেশে অর্থাৎ গুজরাটের নিকটবর্ত্তী সুপারদেশে আগমন করে *

---

* এ প্রকার লিপি আছে যে, ফিনিসীয় ও ইজরেল জাতীয়েরা ওফর-দেশে আসিয়াছিল। নানাগ্রন্থে ঐ স্থানের "সোফির" "সোফর" প্রভৃতি তদনুরূপ নানা প্রকার নাম লিখিত আছে। আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে সোফালা নামে

এবং তথা হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, চন্দন, হস্তিদন্ত, বানর ও ময়ূর ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এ সমস্তই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য এবং ঐ বৃত্তান্তে তাহাদের ভারতবর্ষীয় নামই লিখিত আছে। যদিও ইহুদিদিগের পুস্তকে এই বাণিজ্য অতি প্রশংসনীয় ও মহোপকারী বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু ফিনিসীয় বণিকেরা তাহারও পূর্ব্বে স্থলমার্গে তদপেক্ষা প্রবলতর রূপে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল।

সীডন্ ও টায়র নিবাসী ফিনিসীয়েরাই পূর্ণ উদ্যমে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং তাহাদের কার্য্যকুশলতা ও সাহসিকতায় উহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া বাণিজ্যলিপ্ত ব্যক্তিদিগকে ধনমানে বিভূষিত করিয়াছিল। তাহাদের কার্য্য প্রণালী ও রীতি আধুনিক সুসভ্য বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই

এক দেশ আছে, এবং টলেমি নামক মিশর দেশীয় পণ্ডিত সপ্‌ফর নামে এক দেশ আরবের অন্তঃপাতী ও সুপার নামে এক স্থান ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে গুজরাটের দক্ষিণস্থ কম্বোজ সাগরের তীরস্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পুরাবৃত্ত বিদ্যাবিশারদ হিরেন ও হম্বোল্‌ট সাহেবেরা উভয়েই ওফর দেশীয় বাণিজ্যকে আফরিকাবধি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা স্থানের বাণিজ্য বলিয়া অনুমান করেন †। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় ভারতবর্ষে উৎপন্ন হওয়াতে ও হিব্রুগ্রন্থে তাহাদের ভারতবর্ষীয় নাম লিখিত থাকাতে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলিতে হয় যে, সলমন্ ও হিরাম রাজার প্রেরিত বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশেই আসিয়াছিল।

† *Heeren's Historical Researches Phœnicians Chapter III, and Humboldt's Cosmos by Sabine, Note 181.*

বিশৃঙ্খল বা কদর্য্য ছিল না; প্রত্যুত বিষয়বিশেষে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত উত্তমই বলা যাইতে পারে। যদিও এই যশস্বী বণিকেরা নানাদেশের নানা স্থানে বাণিজ্য শাখা স্থাপিত করিয়া কর্ম্মকার্য্যের সমধিক বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্য যেরূপ বিস্তৃত ও লাভজনক হইয়া উঠিয়াছিল, অন্য কোন দেশীয় ব্যবসায় সেরূপ হয় নাই। ভূমধ্যসাগরের নিকট বাস ও তৎকালে সমুদ্র যাত্রায় বিশেষরূপ পারদর্শী না থাকায়, ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। এই বাণিজ্যোৎসাহী বণিকেরা অর্জ্জনস্পৃহায় বিমুগ্ধ হইয়া ইডুমিয়া * বাসীদিগের নিকট হইতে আরব্যোপসাগরের তটবর্ত্তী কতকগুলি প্রশস্ত বন্দর সবলে হস্তগত করিয়া, একদিকে ভারতবর্ষ ও অন্য দিকে আফ্রিকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশের সহিত নিয়মিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। আরব্যোপসাগর হইতে টায়র নগর বহুদূর। স্থলযান দ্বারা শেষোক্ত স্থানে পণদ্রব্য প্রেরণ করা কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই প্রতিবন্ধক উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহারা ব্রাইনোকোলিউরা নামক একটী বন্দর অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বন্দরটি আরব্যোপসাগরের

* এই বাইবেলপ্রোক্ত স্থানটি দক্ষিণ পালেস্টাইন ও লোহিত সাগরের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এলাস্ ও ইজিয়নজেবার নামে দুইটি বন্দর উহারই অন্তর্গত।

অনতিদূরে ও ভূমধ্যসাগরের তটস্থিত। এইস্থান হইতে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যলব্ধ সামগ্রী সকল জলপথে টায়র নগরে প্রেরণ করিবার অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল; পণ্যদ্রব্য গুলি এই ভাবে আরব্যোপসাগর হইতে ব্রাইনোকোলিউরা বন্দরে উপস্থিত হইয়া টায়র নগরে পৌঁছিত, এবং তথা হইতে নানা দেশদেশান্তরে চালিত হইত।

বহুদিবস পর্য্যন্ত ফিনিসীয় বণিকেরা উপরোক্ত পথ দ্বারা ভারতের সহিত বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। পথটি এরূপ সুগম ও বাণিজ্যোপযোগী হইয়াছিল যে, উহারা অন্যান্য দেশীয় বণিকদিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত। বস্তুতঃ কিছুকালের জন্য তাহারা ভারতবাণিজ্য স্বায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাতে ফিনিসীয় প্রধান প্রধান বণিকেরা এত অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল যে তাহারা রাজা বা রাজপুত্র বলিয়া অভিহিত হইত; এবং তাহাদের সহিত যাহারা ব্যবসায়বাণিজ্যঘটিত সম্বন্ধ রাখিত, তাহারা মাননীয় ও মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। বণিকদিগের অবস্থোন্নতির সহিত স্বজাতীয় সাম্রাজ্যেরও এরূপ প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, উহার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে উক্ত বাণিজ্য কার্য্য এক

হস্ত-ভুক্ত হওয়া বা থাকা কোনরূপেই সম্ভব হইত না।

আরব দেশ ও পারসীক সমুদ্রবর্ত্তী দেদান দ্বীপের যোগে ভারতবর্ষীয় লোকের সহিত যে ফিনিসীয় বণিকদিগের পণ্যকার্য্য সম্পাদিত হইত,তাহাও বাইবেল প্রমাণে সুন্দররূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে *। তাহারা আরবীয় বণিকদিগের নিকট দারুচিনি, ত্বচ, † নানাবিধ রত্ন, ভক্ষণীয় তেজস্কর গন্ধদ্রব্য, ও কুন্দুরু (লোবান) ক্রয় করিত। কিন্তু প্রায় ইহার সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য ‡। অতএব যখন বাইশ শত ও তেইশ শত বৎসর পূর্ব্বকার গ্রীক গ্রন্থকারদিগের § লিপি অনুসারে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দারুচিনি, এলাচি, জটামাংসী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে আমদানি হইত ¶,

---

* *Ezekiel xxvii. 15 and 19—24.*

† দারুচিনির জাতি বিশেষ, চলিত ভাষায় ইহাকে তজ বলে। ইংরাজি Cassia.

‡ কেবল ভারত সমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপ সমুদায়ে তেজস্কর ভক্ষ্য গন্ধ দ্রব্য সকল উৎপন্ন হয়, অতএব ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যোগেই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত ছিল। লোবান আরবদেশে ও ভারতবর্ষে জন্মে কিন্তু দারুচিনি সিংহল, দাক্ষিণাত্য ও ভারত সমুদ্রস্থ কতিপয় দ্বীপ ভিন্ন, আর কুত্রাপি উৎপন্ন হয় না। তন্মধ্যে সিংহল দ্বীপের দারুচিনিই সর্ব্বোত্তম।

§ থিয়োফ্রাষ্টস্ ও হিরোডোটস্।

¶ থিয়োফ্রাষ্টস্ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, দারুচিনি, এলাচি, জটামাংসী ও অন্যান্য তেজস্কর গন্ধ দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয়।

এবং যখন অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার গ্রীকগ্রন্থের* প্রমাণানুসারে আরবস্থানের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী লোকেরা বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে গমনাগমন ও বসবাস করিত †; এবং যখন ন্যূনাধিক আঠার শত বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থেও‡ ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের তদনুরূপ বাণিজ্য ব্যাপারের বিষয় বর্ণিত আছে, তখন যে তাহারা দুই সহস্র বৎসরেরও বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পণ্য দ্রব্য আহরণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইত, এবং আরবদেশীয়, বিশেষতঃ তাহার উত্তর খণ্ডস্থ স্থলপথগামী বণিকেরা ফিনিসীয়ার বাণিজ্যবিশারদ ব্যবসায়ীদিগকে তৎসমুদায় বিক্রয় করিত, তাহা বাইবেল গ্রন্থের সহিত উক্ত বৃত্তান্তের ঐক্য করিয়া সম্যক্ সম্ভাবিত বোধ হইতেছে§।

এই শেষোক্ত বীর্য্যবন্ত মহোৎসাহী বণিকেরা ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া পারসীক সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন ¶, এবং তথায় বাহুল্যরূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং তরণিযোগে ভারত-

---

* আগাথর্চ্চাইডিস নামক গ্রীক গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তক। ইনি খ্রীষ্টাব্দের ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে—সুতরাং এক্ষণকার দুই সহস্র বাইট বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

† *Vincent's Commerce of the Ancients, Vol. 2. p. 328.*

‡ *Periplus of the Erythrean Sea.*

§ *Heeren. Phœnicians. Chap. 4.*

¶ তাহারা যে পারসীক সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, অদ্যাপি তথাকার গোরা নগরের নিকটে তাহার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বর্ষে আগমন করিতেন অথবা ভারতবর্ষীয় পোত বণিকেরা তথায় গমন করিয়া পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসিত। বাইবেল শাস্ত্রে টায়র* নগর সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে, যথা "দেদান সন্তানেরা তোমার বাণিজ্য নির্ব্বাহক ছিল, দূরবর্ত্তী ভূমিতে তোমার হস্তের পণ্য দ্রব্য সকল গমন করিত, তাহারা তোমার পণ্যের সহিত বিনিময়ার্থ তোমার নিকট শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত ও কন্দু (আবলুশ কাষ্ঠ) আনয়ন করিত" †। এ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য, এবং যদিও আফ্রিকা খণ্ডে হস্তী জন্মে, তথাপি পারসীক সমুদ্রে থাকিয়া কেবল ভারতবর্ষ হইতেই এ সমস্ত সামগ্রী পাওয়া সঙ্গত বোধ হয়, এবং ঐ সকল দূরবর্ত্তী ভূমি কেবল ভারতভূমিই হইতে পারে ‡।

ফিনিসীয়ার লোকেরা যেরূপ বাণিজ্যোৎসাহী, তাহাতে পারসীক দেশে থাকিয়া তাহাদের ভারতবর্ষে যাতায়াত করা অবশ্যই সম্ভব §. তাহারা বাণিজ্যকার্য্যের সুবিধার্থ নানা স্থানে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রত্যুতঃ বাণিজ্যপথ সুগম করিবার জন্য আয়োজন আড়ম্বরের কোনই ত্রুটি করিত না। সে সময়ে টায়র নগরের ঐশ্ব-

---

* ফিনিসীয়ার রাজধানী টায়র নগর।

† *Ezekiel xxxii. 15.*

‡ *Heeren. Phœnicians. Chap, 4.*

§ *Heeren. Babylonians. Chap. 2.*

র্য্যের সীমা ছিল না। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডরও ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, এবং কি উপায়ে সমুদ্রোপরি আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে পারেন তাহারই অনুসন্ধানে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ প্রাধান্য লাভের ফল কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে দেশের প্রজারা বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে সে রাজ্য যে কতদূর শ্রীযুক্ত ও প্রতাপান্বিত হয়, তাহা প্রাচীন ফিনিসীয়া দেশের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন ফিনিসীয়া! তুমি জগজ্জনের হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিয়াছ। তুমি মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়াছ যে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জাতি কিরূপ শক্তিশালী, ধনধান্য ও বরণীয় হইতে পারে, তাহাদের দ্বারা কিরূপ দুরূহ ও অসমসাহসিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, এবং তাহা-দের আয়োজন শক্তিই বা কি প্রকার ও তাহার ক্ষেত্রই বা কতদূর বিস্তৃত! এ বিষয়ে তুমিই যে জগতের শিক্ষা-গুরু তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সামান্য জাতিরা পৃথিবীর মধ্যে মহা-প্রতাপশালী ও ধনমানে গৌরবান্বিত হইয়াছে; কেহ কেহ শ্রীবৃদ্ধির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছে। অনতিপূর্ব্বে যে জাতি অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইত,ইদানীং সেই জাতি বাণিজ্য সাহায্যে অসাধ্য সাধন ও অঘটন ঘটন করি বিপরীত অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে। ধন্য বাণিজ্যশক্তি

তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ ও নমস্কার করি। তোমারই প্রভাবে আজি ক্ষুদ্র ইংরাজজাতি ভারতেশ্বর! কৃপাময়ি! তোমারই কৃপায় দুর্ব্বল জাতিকেও অসীম বলে বলীয়ান হইতে দেখা যায়। তোমাকে তাচ্ছিল্য করিয়াই আমরা শ্রীভ্রষ্ট ও হতমান হইয়াছি। মাতঃ! অনাদর প্রাপ্ত হইয়া অভিমানভরে তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ এবং তজ্জন্য আমরা লোকসমাজে হেয় ও এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি। অভিমান ত্যাগ করুন, অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে উত্তেজিত করুন। আর দূর দেশে থাকিবেন না। আমরা যথোচিত শিক্ষা পাইয়াছি। কর্ম্মফল আমাদিগকে নিষ্পীড়ন করিতেছে; দেশময় ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিয়াছে।

যদিও এক্ষণে হিন্দুরা নিতান্ত নির্বীর্য্য ও নিরুদ্যম হইয়াছেন, এবং তদনুরূপ শাস্ত্র সকল কল্পিত হওয়াতে, তাঁহাদের সমুদ্র গমন ও বিদেশ যাত্রা রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহাদের কখনই এরূপ শাস্ত্র বা ব্যবহার ছিল না। অতএব ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিষয়ক ইতিহাসের মধ্যে এ বিষয়ের বিবরণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যে হিন্দুদিগের দেশদেশান্তরে গমনাগমন ছিল, বেদ, রামায়ণ, মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, কাব্য, নাটকাদি বিস্তর গ্রন্থে তাহার নিদর্শন আছে এবং যতই অনুসন্ধান করা যায়, ততই এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ঋগ্বেদ সংহিতায় সমুদ্রযান ও সমুদ্র

যাত্রার উল্লেখ আছে, তখন অন্ততঃ তিন চারি সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে আমাদিগের সমুদ্র পথে গমনাগমন আরব্ধ হইয়াছিল *। মনু সামুদ্রিক ও দূরদেশবাসী বণিকদিগের বিষয়ে যেরূপ সাদর বচন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকান্তর্গত পরিশিষ্টাংশের সপ্তমসংখ্যক টিপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের নানা স্থানে সমুদ্রযাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে কতিপয় পরম কৌতূহলজনক বচন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে এইরূপ আদেশ আছে যে, "সমুদ্রান্তর্গত নগর ও পর্ব্বত সমুদায়ে গমন করিবে †।" কোষকারদিগের দেশে অর্থাৎ চীন দেশে যাত্রা করিবে ‡।" যবন দ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপেও

---

* শ্রীমান কোলব্রুক সাহেব নানারূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেদ সংগ্রহ হয়। এক্ষণে তদ্বিষয়ের যতই তত্ত্ব লওয়া হইতেছে, ততই তাঁহার মতের প্রামাণিকত্ব স্থাপিত হইতেছে।

† সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানি চ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে ২৫ শ্লোক।

টীকাকার লেখেন যে "সমুদ্রমবগাঢ়ান্ সমুদ্রান্তর্গতান্।"
"সমুদ্রমবগাঢ় শব্দের অর্থ সমুদ্রান্তর্গত।"

আর এ স্থলে "পত্তনানি সমুদ্র দ্বীপবর্ত্তীনি" পত্তন শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সমুদ্রদ্বীপবর্ত্তী নগর।"

‡ ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে ২৩ শ্লোক।

টীকাকার এইরূপে অর্থ করেন, যে "কোষকারাণাং ভূমিং কৌষেয় তন্তূৎপাদক জন্তূৎপত্তিস্থানভূতানাং ভূমিং।"
"কোষকারদিগের ভূমি এ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে কৌষেয় বস্ত্রের

গমন করিবে এবং লোহিত সাগরেও গমন করিবে *।" উপরোক্ত দুইটি দ্বীপ, ভারত সমুদ্রবর্ত্তী যব ও সুমিত্রা দ্বীপ বলিয়া অনুমান হয় †।

তন্তুৎপাদক যে জন্তু তাহার উৎপত্তি স্থান।" অতি পূর্ব্বকালাবধি চীন দেশের কৌষেয় বস্ত্র বিশিষ্টরূপ বিখ্যাত আছে, এবং তদনুসারে সংস্কৃত গ্রন্থকারেরাও তাহা চীনাংশুক ও চীন চেলক (চেলির কাপড়) নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা ;—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

শকুন্তলা—প্রথমাঙ্ক।

সর্ব্বাঙ্গমনুলিপ্যোচ্চ চন্দনেনেন্দুমুদ্রবৈঃ।
সুগন্ধিমাল্যাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ ॥
চামরৈশ্চ জলার্দ্রৈশ্চ শীতলৈর্ব্যজনৈস্তথা।
বীজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সুভদ্রাং বলমেব চ ॥

রঘুনন্দন কৃত যাত্রাতত্ত্ব।

অতএব কোষকারদিগের ভূমি, এবাক্য চীন দেশেরই প্রতিপাদক বোধ হইতেছে।

* ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্।
গত্বা .....

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ সর্গে ৩৯ শ্লোক।

পরে ভীষণ রক্তবর্ণ লোহিত সাগরে গমন করিয়া..... .....

† কারণ টলেমি জাবা দ্বীপের সংস্কৃত নাম যবদ্বীপ লিখিয়া পরে তৎপ্রতিপাদক গ্রীক্ শব্দে তাহার অর্থ করিয়াছেন ; ইংরেজী গ্রন্থকর্ত্তারা (Barley Island) বলিয়া সেই শব্দের অনুবাদ করেন (*Humboldt's Cosmos. Note 297.*) আর অল বিরুণি নামে এক আরবি গ্রন্থকর্ত্তা তৎপ্রদেশীয় কতিপয় উপদ্বীপের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা ঐ সকল দ্বীপকে সুবর্ণ দিব বলে, এবং ফরাশীশ জাতীয় এক পুরাবৃত্তবেত্তা (Reinaud) ঐ শব্দ জাবা ও সুমাত্রা উভয় দ্বীপেরই প্রতিপাদক বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। Journal Asiatique. Tome IV. IVe serie. p. 265.) কিন্তু রামায়ণে যবদ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ আছে। যাহা হউক, এই সমুদায় বচনে পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের চীন দেশ এবং জাবা ও সুমাত্রাদি দ্বীপ গমনের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বাল্মীকি রামায়ণে এই সকল দ্বীপের নাম ও তথায় গমন প্রসঙ্গ থাকাতে অতি পূর্ব্বকালে তথায় হিন্দুদিগের গমনাগমন থাকা সূচিত হইতেছে। মহাভারতে অর্জ্জুন ও নকুলের দিগ্বিজয়ার্থ সাগরান্তর্গত বহুতর দ্বীপ ও ভারতবর্ষের বহির্ভূত অন্যান্য বিবিধ দেশ যাত্রা ও রঘুবংশে রঘু রাজার পারসীকাদি পশ্চিম রাজ্য জয় করিবার যে সকল বর্ণনা আছে *, তথায় গমনাগমনের বিধি না থাকিলে তৎ সমুদায় কাব্যগ্রন্থেও উল্লিখিত হইত না। বরাহ পুরাণে এইরূপ এক উপাখ্যান আছে, যে গোকর্ণ নামে নিঃসন্তান বণিক বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমন করিয়াছিল, পথমধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইয়া তাহার পোত ভগ্নপ্রায় হয় †। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সমুদ্রগামী বণিক্‌দিগের ঋণদানের ব্যবস্থা আছে ‡। রত্নাবলী নাটকে সমুদ্র যাত্রা প্রসঙ্গ এবং সমুদ্র মধ্যে সিংহল-রাজপুত্রী রত্নাবলীর পোতভঙ্গ ও কৌশাম্বী নগরীবাসী বণিগ্‌বিশেষের তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহাকে আনয়ন করা § এই সমস্ত বর্ণনায় এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন

---

* সভাপর্ব্বের অন্তর্গত দিগ্বিজয় পর্ব্বে ও রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে।

† দ্বিতীয় ভাগে গোকর্ণ মাহাত্ম্য নামক অধ্যায়ে।

‡ যে সমুদ্রগা বৃদ্ধ্যা ধনং গৃহীত্বা অখিলার্থার্থং প্রাণধনবিনাশশঙ্কায়াং সমুদ্রংগচ্ছন্তি তে বিংশং শতকং মাসি মাসি দদ্যুঃ।

মিতাক্ষরা—ব্যবহারাধ্যায়, ঋণাদান প্রকরণ।

§ এই নাটকে রত্নাবলী সিংহলাধিপতি বিক্রম বাহুর কন্যা বলিয়া উক্ত

লক্ষিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অনেকানেক উপকথা মধ্যেও হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা থাকিবার বিস্তর চিহ্ন আছে; যথা কথাসরিৎসাগরে অলঙ্কারবতী নামক নবম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে পৃথ্বীরাজ ভূপাল ও তৎ-প্রেরিত চিত্রকরের সমুদ্রপোত সহকারে মুক্তিপুর দ্বীপে গমন, দ্বিতীয় তরঙ্গে এক বণিকের বাণিজ্যার্থ ভার্য্যাসহ সুবর্ণভূমি দ্বীপে যাত্রা ও পথমধ্যে ঝঞ্ঝাবাতে তরণি ভঙ্গ হইয়া তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটন, চতুর্থ তরঙ্গে সমুদ্রশূর ও অন্য এক বণিকের বাণিজ্যার্থ সুবর্ণ দ্বীপে যাত্রা ও নৌকা ভঙ্গ, ষষ্ঠ তরঙ্গে চন্দ্রস্বামীর স্বপুত্রানুসন্ধানার্থ অনেকানেক পোত-বণিকের সমুদ্র-যান আরোহণ করিয়া সিংহলাদি বহুতর দ্বীপে গমন, এবং চতুর্দ্দারিক নামক পঞ্চম লম্বকে শক্তিদেবের উপাখ্যানে সমুদ্র মধ্যে এক পোত-বণিকের তরণিভঙ্গ, এক কাষ্ঠ ফলক অবলম্বন পূর্ব্বক আর এক নৌকায় তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার, ও সেই নৌকায় পিতাপুত্রের স্বদেশ প্রত্যাগমন, দশকুমার চরিতের পূর্ব্বপীঠিকায় রত্নভব বণিকের কালযবন দ্বীপে

হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মহাবংশে এইরূপ ইতিহাস আছে যে, সিংহল দ্বীপে বিজয়বাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ৯৯৩ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হন, তাঁহার রত্নাবলী নামে এক কন্যা ছিল এবং বিক্রমবাহু নামে এক পুত্র ছিল। এই উভয় বৃত্তান্তের পরস্পর যত অনৈক্য থাকুক, কিন্তু কিয়দংশে যে ঐক্য হইতেছে, ইহা ঐ উপাখ্যানের মূল নিরূপণ বিষয়ে যথেষ্ট সহকারী বলিতে হয়। মহাবংশে ৫৯ অধ্যায়।

গমন, এবং তথায় এক বণিক্ কন্যাকে বিবাহ করিয়া তৎসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন কালে সমুদ্রগর্ভে তরণি প্রবেশ, এবং তাহার উত্তরপীঠিকায় মিত্র গুপ্তের যবন পোত আরোহণ পূর্ব্বক প্রবল বায়ুবেগে বিপথগামী হইয়া দ্বীপান্তরে অবতরণ *, আর কবিকঙ্কণোক্ত বঙ্গদেশীয় ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রা ও স্ত্রীলোকদের অমাবস্যা ব্রতের কথায় চাঁদ সওদাগরের উপাখ্যান, অভিজ্ঞান শকুন্তলা গ্রন্থে ধনবৃদ্ধি নামক বণিকের বিবরণ, হিতোপদেশে কন্দর্প কেতুর আখ্যান ও অনতি প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা নিষেধক বচন। এই সমস্ত বেদ. পুরাণ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, সংহিতা, কথা ও উপকথাদির মধ্যে হিন্দুদিগের বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রার যথেষ্ট প্রমাণ-প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সুপ্রাচীন সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে জায়ফল, জয়িত্রী, দারুচিনি প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের আবশ্যক হয়। ভারত সমুদ্রস্থিত কতিপয় দ্বীপ ঐ সকল দ্রব্যের উৎপত্তি স্থান। সুতরাং সমুদ্রযাত্রা স্বীকার না

* কাব্যান্তর্গত কল্পিত বর্ণনাও যে প্রকৃত ব্যবহারমূলক তাহা এই উপাখ্যানে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, আরবীয় ও পারসীক বণিকেরা ভারতবর্ষে গমনাগমন করিত, যবন পোতের প্রসঙ্গে তাহারই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

করিলে ঐ সকল ঔষধোপকরণ প্রাপ্ত হওয়া কখনই সম্ভব নহে।

ভারত সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জের পুরাবৃত্তে হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশ গমনের নানা প্রকার প্রমাণ আছে। তাঁহারা ভারত সমুদ্র অতিক্রম পূর্ব্বক বালী ও যবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথায় হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম ও বিশেষতঃ শিবের উপাসনা প্রচার করেন। ঐ যবদ্বীপে ইদানীং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যে তথায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি অখণ্ড নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় প্রম্বনন নামে একটি স্থান আছে, তাহার কোন কোন স্থলে দুই শত অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেব মন্দির এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির পাষাণময়ী ও পিত্তলময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান হইয়াও যবাসীরা সেই সকল দেব প্রতিমূর্ত্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত *। ঐ যবদ্বীপে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, তখন তথাকার কতকগুলি হিন্দু বালী

* এক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করা অন্যায় পক্ষে সম্ভব নয়। এ দেশস্থ অনেক ব্যক্তি শাক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া, এবং স্বজাতীয় অসংখ্য দেবদেবী থাকিতেও মুসলমানের দেবতাকে সর্ব্বশক্তিমান মানেন ও রোগশান্তি, ধনপ্রাপ্তি, মামলা মকর্দ্দমায় জয় ও অন্য প্রকার লাভের উদ্দেশে মানসিক করেন এবং মুসলমান ধর্ম্মোচিত অন্যান্য ক্রিয়াও করিয়া থাকেন।

নামক একটি নিকটস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লয়। তাহারা অদ্যাবধি সেই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। তাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় চারি বর্ণে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথাটিও তথায় প্রচলিত আছে। সেখানে চাণ্ডালবর্ণও দৃষ্ট হইয়া থাকে *। তাহারা গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করে, এবং চর্ম্ম ও মদিরার ব্যবসায় প্রভৃতি হীনবৃত্তি দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ঐ বালী দ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেন, এবং হিন্দুদিগের পূর্ব্বকালীন রাজনীতি অনুসারে ব্রাহ্মণেরা বিচারকের কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে প্রাড়্‌বিবাকের সংখ্যা অধিক নয়; অন্য অন্য অ বর্ণকেও বিচারকের পদ দেওয়া হইয়া থাকে †। ত কার ব্রাহ্মণেরা নিরামিষভোজী; মৎস্য মাংস পরিত পূর্ব্বক কেবল যব, তণ্ডুল ও ফল মূলাদি ভক্ষণ কি শরীর রক্ষা করেন। তথায় শবদাহ ও সহমর

* তাহারা সেখানে চাণ্ডাল নামেই খ্যাত আছে।

† বালির ন্যায় লম্বক দ্বীপও হিন্দুরাজার অধীন, এবং সেখা প্রাড়্‌বিবাকাদির ঐরূপ ব্যবস্থা আছে।

রীতিও প্রচলিত আছে। ভার্য্যা যদি স্বামীর চিতা-রোহণ করে, তবে তাহাকে "সত্য" বলে। আর উপ-পত্নী বা দাসী অথবা পরিবারস্থ অন্য কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইলে তাহাকে "বেল" বলিয়া থাকে। তথায় উদ্বাহ বিষয়ে এ দেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনু-লোম ও বিলোমের বিষয় বিবেচনা করা প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট বর্ণের লোকে নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রী-লোককে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্ট বর্ণের লোকে উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী নয় *। বাস্তবিক যেন তথায় এক দল সেকালের হিন্দু বর্ত্তমান। এই বালী দ্বীপে বেদ পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্রও বিদ্যমান আছে। যব-দ্বীপ ও বালী-দ্বীপস্থ হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে এবং উহাদের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তাহারা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় আগমন করে †। বোর্ণিয়ো দ্বীপে সরাবকা নামে একটি প্রদেশ আছে, তথাকার লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণে বিভক্ত। যদিও তাহারা হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ § নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শৈব সম্প্রদায়ের ১৩শ হইতে ১৫শ পৃষ্ঠা।

† ঐ ঐ ১৬ ও ১৭শ পৃষ্ঠা।

§ ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও স্থান বিশেষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অদ্যাপি রাজপুতানা ও কাশ্মীর অঞ্চলে কুক্কুটাদির ব্যবহার আছে। বঙ্গদেশেও আছে, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে।

থাকে, তথাপি তাহারা যে যথার্থ হিন্দু বা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী তাহার আর সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও বেদাবলম্বী হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার বিস্তর বিবরণ আছে। মহাবংশ নামক সিংহলীয় ইতিহাসে প্রায় চব্বিশ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় বিজয় নামক রাজকুমারের ও তাঁহার বয়স্যদিগের সিংহলাদি দ্বীপে গমনপূর্ব্বক বসতিকরণ, সিংহল দ্বীপ হইতে দাক্ষিণাত্যে লোক প্রেরণ ও তত্রত্য রাজবংশীয় ও অন্যান্য ভদ্রবংশজাত কন্যাদিগের সহিত তাঁহাদের ও উত্তরকালবর্ত্তী অন্য অন্য ব্যক্তিদিগের পাণিগ্রহণ, ভারতবর্ষ হইতে বিজয় রাজার ভ্রাতা সুমিত্রকে সিংহলে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ ও সুমিত্রানন্দন পাণ্ডু বাসুদেবের তথায় গমন পূর্ব্বক রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি পরম কৌতূহলজনক ব্যাপার সমুদায়ের বিবরণ আছে *। বৌদ্ধদিগের বিনয় শাস্ত্রে এই প্রকার একটি আখ্যান আছে যে, গৌতম বুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ন্যূনাধিক দুই সহস্র চারি শত বৎসর পূর্ব্বে †, পূর্ণনামে এক হিন্দু বণিক ছয়বার সমুদ্রযাত্রা

---

* মহাবংশের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও ঊনষষ্টি অধ্যায়।

† মহাবংশ নামক প্রামাণিক সিংহলেতিহাসানুসারে খৃষ্টাব্দের ৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে গৌতম বুদ্ধের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

ও সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পন্ন করিয়া সপ্তমবারে শ্রাবস্তি * নগরবাসী কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সমভিব্যাহারে সমুদ্রে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রাতঃ ও সায়ংকালে তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠাদি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইলেন, এবং শ্রাবস্তি নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন †। উক্ত বিনয় শাস্ত্রানুসারে পূর্ণ যতকাল হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন, তন্মধ্যে সাতবার সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করেন।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সহিত চীনরাজ্যের বাণিজ্য ও ধর্ম্মঘটিত নানারূপ সংস্রব ছিল। পঁয়ষট্টি খৃষ্টাব্দে চীনদেশাধিপতি সম্রাট মিংতির রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হয় ‡। যদিও এ সময়ের পূর্ব্বে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু দেশীয় রাজপরিবারসমূহ তৎকালে উহা স্বীকার করেন নাই। ধর্ম্ম ও বাণিজ্যোপলক্ষে চীন ও ভারতবর্ষের লোকেরা যে পরস্পরের দেশে গমনাগমন করিত তাহারও অল্পবিস্তর

---

* এক্ষণে যে স্থানে ফয়জাবাদ নগর পূর্ব্বে সেই স্থানে অথবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে শ্রাবস্তি নগর ছিল।

† *Journal of the American Oriental Society Vol.* 1. *P.* 284.

‡ It was not however till the year 65 A. D. that Budhism was officially recognized by the emperor Mingti as a third state religion in China.

MaxMuller's Chips from a German Workshop Vol.I.p. 258.

বিবরণ পাওয়া যায়। চীনভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব চীনগ্রন্থে স্থানীয় লোকদিগের সহিত হিন্দুদিগের কিরূপ ধর্ম্ম ও বিষয়কার্য্য ঘটিত বিবরণ আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু কোন কোন তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিতবর উক্ত ভাষার দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, লিখিত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। আসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীমান লেডলি চীনদেশীয় কৌফকি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, ফাহিয়ন্ নামে একজন চীনদেশীয় পরিব্রাজক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন *। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য চীন তাতার ও তিব্বতাদি দেশে পর্য্যটন পূর্ব্বক হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্জাব, দীল্লি, মথুরা, প্রয়াগ, বৈসলি, রোহিলখণ্ড, অযোধ্যাদি নানাদেশ পরিদর্শন করিয়া মগধে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তমলুক † যাত্রা করেন, এবং তথায় প্রায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক অর্ণবযান আরোহণ

* ফাহিয়ন্ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। *Pilgrimage of Fahian, P. P. 99. and 102.*

† ৮ম টিপ্পনী দেখ।

করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। চৌদ্দদিন সমুদ্রোপরি অতিবাহিত হইলে, তিনি সিংহল রাজ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তমলুকবাসী সহযাত্রীদিগের নিকট হইতে জ্ঞাত হইলেন যে, এই স্থান তাহাদের দেশ হইতে সাত শত যোজন দূরে অবস্থিত, এবং ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ত্রিশ যোজন প্রশস্ত। * উহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে। এইগুলি প্রধান উপদ্বীপের অধীন এবং তথায় মণিমুক্তাদি বিবিধ প্রকার রত্ন উৎপন্ন হয়। তিনি সিংহলেও প্রায় দুই বৎসর বাস করেন, এবং মিশাশি † প্রোক্ত গ্রন্থ ও দীর্ঘ আহন ও বহুবিধ আহনু নামক পুস্তকও সংগ্রহ করেন।

এই সকল গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত। সংগৃহীত পুস্তকাদি লইয়া তিনি এইস্থান হইতে এক বৃহৎ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিলেন। পোতখানি দুই শত যাত্রী লইবার উপযোগী, এবং ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে একখানি জীবন-পোতও ‡ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ ছিল। যাত্রা

---

* সিংহল দ্বীপের পরিমাণ লিখিতে ফাহিয়নের ভ্রম হইয়াছে। উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ ও পূর্ব্বপশ্চিম প্রস্থ, এইরূপ লিখিত হইলেই শুদ্ধ হইত।

† একজন বৌদ্ধ ঋষি।

‡ অদ্যাপিও বৃহৎ বৃহৎ দেশীয় পোতে ঐরূপ এক এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা বা জেলেডিঙ্গি সংলগ্ন থাকে। পাশ্চাত্য সামুদ্রিক পোতেও দুই চারিখানি ঐরূপ নৌকা থাকে; ঐগুলিকে জীবন-পোত (Life boat) বলা যায়।

করিবার দুই দিবস পরে সমুদ্র মধ্যে হঠাৎ একটি প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া তরণীতে জল উঠিতে আরম্ভ হইল। আরোহিগণ সকলেই উক্ত জীবনপোতের আশ্রয় লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল। কিন্তু সকলেই উহাতে আরোহণ করিলে, নিশ্চয়ই ঐ ক্ষুদ্র জলযান জলমগ্ন হইবে বলিয়া নাবিকেরা তাহার বন্ধনরজ্জু বিমুক্ত করিল। যাত্রীরা এরূপ ভীত হইয়াছিল যে,পোত রক্ষার জন্য আপনআপন সমস্ত গুরুভার দ্রব্য গুলি জলসাৎ করিতে বাধ্য হইল। নাবিকদিগের সহিত ফাহিয়ন্‌ও জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পাছে সহযাত্রী বণিকেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব-ধন বৌদ্ধপ্রতিমা ও বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে, এই ভয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। পোত রক্ষার জন্য তিনি ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং যাহাতে ধর্ম্ম-বেত্তারা চীন দেশে প্রত্যাগমন করে তাহার জন্য কোয়ান্ শিয়ান্ * দেবের ভজনা করিতে আরম্ভ করিলেন †। তিনি কহিলেন "আমি ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দূর দেশে আসিয়াছি, অতএব প্রার্থনা করি যে, দেবতারা

---

* বুদ্ধদেবের চীন দেশীয় নাম।

† উক্ত মর্ম্মে বোধ হইতেছে যে, নৌকায় আরও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

পোত রক্ষা করিয়া আমার কামনা পূর্ণ করুন।” ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত হইলে ঝটিকার উপশম হইল। এই অবসরে তাহারা কোন উপদ্বীপ তটে অবতরণ করিয়া নৌকার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল এবং উহার সংস্কার হইলে পুনর্ব্বার পোতারোহণ পূর্ব্বক সাগর মার্গে যাত্রা করিল। একে এই ভীষণ অকূল জলধির পূর্ব্ব পশ্চিম দিক্ তাহাদের অজ্ঞাত, তাহাতে জলদস্যুতে পরিপূর্ণ, এবং এই মানবশত্রুদিগের কঠোর হস্তে পতিত হইলে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর; এইরূপ বহুবিধ অনর্থপাত চিন্তা করিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া বিভীষিকাময়ী রজনী আগতা হইল। চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পোতখানি যে কোন্ দিকে ভাসিয়া যাইতেছে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। কেবল তরঙ্গধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছে; এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুজ্জ্যোতি আবির্ভূত হওয়ায় তরঙ্গসংগ্রাম, জলজন্তুর আস্ফালন ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার অদ্ভুত দৃশ্য তাহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে নিরাশ্রয় ভাবে তাহারা সমুদ্রোপরি নিশা যাপন করিল। পরে যখন আকাশ মেঘশূন্য হইল তখন তাহারা জ্যোতিষ্ক সাহায্যে পূর্ব্বাভিমুখে নৌকাচালন করিয়া নয় দিবস পরে যবদ্বীপে অবতীর্ণ হইল। এই দেশে ফাহিয়ন্ বহু-ব্রাহ্মণের বাস দেখিয়াছিলেন। তথায় দশ মাস অব-

স্থিতি করিয়া চতুর্থ চন্দ্রের ষোড়শ দিবসে * দুইশত আরোহীর উপযুক্ত একখানি অর্ণবযান সংগ্রহপূর্ব্বক কতকগুলি বণিক সহযাত্রীর সহিত উত্তরপূর্ব্বে কোয়াঙ্গুণ† নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রীরা আপনাদিগের সহিত পঞ্চাশ দিনোপযোগী খাদ্যসামগ্রী লইয়া পোতারোহণ করিল। একমাস পরে তাহারা পুনর্ব্বার এক ভয়ানক ঝটিকায় পতিত হইল। তরণিস্থ সকলেই অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। এই সময়ে ফাহিয়ন্ ও অন্যান্য হান্ দেশীয় ‡ ধর্ম্মবেত্তারা দৈবোপদ্রব শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পোতস্থ ব্রাহ্মণেরা যুক্তি করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, এই শ্রমণের সংসর্গেই সকলের এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে; অতএব ইহাকে কোন উপদ্বীপে পরিত্যাগ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণদের ঐরূপ মন্তব্য শুনিয়া ফাহিয়নের কোন বন্ধু ব্যক্ত করিলেন যে, "যদ্যপি তোমরা উহাঁকে কোন স্থানে ত্যাগ কর, তাহা হইলে হান্ দেশে উপস্থিত হইয়া তোমাদের বিপক্ষে অভিযোগ করিব। ঐ দেশের সম্রাট স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তিনি শ্রমণদিগকে বিশেষ সমাদর করিয়া

---

* চীন দেশীয় চান্দ্র বৎসরের চতুর্থ মাস।

† এই নগরের ইংরাজী নাম ক্যাণ্টন্।

‡ পূর্ব্বে হান্ বংশীয় রাজারা চীন দেশে রাজত্ব করায়, উহা হান্ দেশ নামে খ্যাত হয়।

থাকেন।" এইকথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য যাত্রীরা ভীত ও নিরস্ত হইল।

আকাশের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নাবিকেরাও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিল। তাহারা কি যে করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কি প্রকারে যে এই বিপদ হইতে রক্ষা হয়, সেই চিন্তাতে সকলেই মগ্ন। সত্তর দিবস সমুদ্রে অতিবাহিত হইল, ভক্ষ্যাদিও প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল। সমুদ্রজলে পাকাদি হইতেছিল, কিন্তু পানীয় জল সামান্য থাকাতে পরিমাণানুসারে সকলে বণ্টন করিয়া লইল। প্রত্যেক ব্যক্তি দুই সিং * পানীয় প্রাপ্ত হইল। যখন অবশিষ্ট জলও প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল, তখন বণিকেরা পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, পঞ্চাশ দিনে কোয়াঞ্চুতে যাওয়া যায়, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দিন গত হইয়াছে, খাদ্যদ্রব্যাদিরও অভাব হইয়াছে, অতএব উত্তর পশ্চিম দিকে পোত চালন করিয়া স্থল প্রাপ্তির চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে

---

* এক লক্ষ বিংশতি সহস্র 'চীনা' ধারণোপযোগী পাত্র বিশেষ। 'চীনা' এক প্রকার ঘাসের বীজ, আকার সর্ষপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। বোধ হয় প্রথমে চীন দেশ হইতে এই শস্য ভারতে আনীত হয়, তজ্জন্য উহা 'চীনা' নামে পশ্চিমাঞ্চলে আখ্যাত হইয়াছে। ঐ দেশের লোকেরা উহা তণ্ডুলের ন্যায় সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে।

বিধেয়। এইভাবে দ্বাদশ দিবস অতীত হইবার পর, লাও পর্ব্বত তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কিন্তু উহা চীন সাম্রাজ্য ভুক্ত কি না তাহা জানিতে পারিল না। যাহা হউক স্থানটির পরিচয় প্রাপ্তির জন্য তাহারা উক্ত পর্ব্বতসমীপে উত্তীর্ণ হইয়া একখানি জীবনপোতে আরোহণ পূর্ব্বক যেমন নদীমুখে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় দুইজন ব্যাধের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। ফাহিয়ন্ উহাদের দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, তাহারা ফো মতাবলম্বী এবং স্থানটির নাম ৎসিং-চিউ ও ইহা চীন দেশের অন্তর্গত লিও বংশাধিকৃত ছাং কোএং কিউং নামক রাজ্য ভুক্ত। এই কথা শ্রবণমাত্র বণিকেরা পূর্ব্ব বিপদ বিস্মৃত হইল, এবং পুলকিত চিত্তে রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপন আপন ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল।

উপরোক্ত বিবরণ স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে যে, প্রায় সার্দ্ধাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি হিন্দুসন্তানগণ বৌদ্ধদিগের * সহিত একাদিক্রমে তিন চারি মাস সমুদ্র-যাত্রা করিয়াও নিন্দনীয় বা জাতিভ্রষ্ট হইত না।

বিদ্যোৎসাহী শ্রীমান মেকেন্‌জি দাক্ষিণাত্যের অন্তঃ-

---

* ইউরোপবাসীর ন্যায় বৌদ্ধেরাও শুকরাদির মাংস ভক্ষণ করে ও জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া থাকে।

পাতী নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে চোল পূর্ব্বপতয়ম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তৎকালে বীর চোলন রাজা দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী ত্রিশিরপল্লিতে গমন করিয়া শালবাহনকে বধ করেন; তখন তৎসংক্রান্ত কতকগুলি লোক দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রতটে গমন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল *। অন্য একখানি গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, পূর্ব্বে পঞ্চবিধ শিল্পী রাজ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সমুদ্রপোত আরোহণ পূর্ব্বক চীনদেশে পলায়ন করে। †

পূর্ব্বকালে হিন্দুরা যে স্থলপথে ও জলপথে দূরদেশ যাত্রা করিতেন গ্রীক্, রোমীয় ও অন্যান্য দেশীয় গ্রন্থ-কর্ত্তাদিগের পুস্তকেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জোন্‌রস ‡ নামক গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন যে, ন্যূনাধিক ২৫২০ বৎসর পূর্ব্বে কয়কয়ুস্ ¶ নামক মীডিয়া রাজ্যাধিপতির সহিত আসীরিয়ার লোকের অসৌহৃদ্য উপস্থিত হইলে হিন্দুরাজা তাঁহাদের মাধ্যস্থ

---

* *A. S. Journal, Vol. 7. p. 376.*

† *Ibid. p. 411.*

‡ *Zonaras.*

¶ (Cyaxares) খৃষ্টাব্দের ছয় শত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এবং তদনুসারে এক্ষণকার ২৫২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়।

স্বীকার করিয়া মীডিয়ার রাজাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং অন্য এক হিন্দুরাজা তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে কয়থুসরৌ * নামক পারসীক সম্রাটের নিকটে কতিপয় দূত ও তাঁহার ব্যয়ার্থে কতকগুলি মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন †।

এইরূপ লিপি আছে যে, ন্যূনাধিক ২৩৮০ বৎসর পূর্ব্বে যখন জর্কসেস্ নামক পারসীক সম্রাট গ্রীসরাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সৈন্যেরা কার্পাসবস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল ‡। যৎকালে গ্রীক্ সম্রাট আলেগ্জাণ্ডরের সহিত পারসীক রাজা দরায়ুষের যুদ্ধ হয়, তখন হিন্দু যোদ্ধারা তাঁহার সৈন্য ছিল ৭। এক হিন্দু রাজা ** সিরিয়া রাজ্যের আন্তিয়োকস্ §

---

* *Cyrus.*

† *Universal History from the earliest account of time. London. 1748. A. D. Vol. XX. chapt. 31. p. 89.*

‡ *Herodotus translated by Cary. London. 1848. p. 434.*

কার্পাস বস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ ভারতবর্ষীয় লোকের লক্ষণ বটে।

৭ *Arrian's History of Alexander's expedition by Rooke. Book 3rd-chapt. 11th and 13th.*

** তাঁহার নাম (Amitrochates) অমিট্রোচেটিস বলিয়া লিখিত আছে। এ শব্দ অমিত্রজিতের অপভ্রংশ হইতে পারে; পুরাণে রাজা বিশেষের এরূপ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ *Antiochus.*

নামক রাজাকে কিঞ্চিৎ মিস্ট সুরা, কতকগুলি শুষ্ক উড়ুম্বর ও এক গ্রীক্ পণ্ডিত পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। আন্তিয়োকস্ও তাহার এইরূপ প্রত্যুত্তর লেখেন যে, "আমি যথেষ্ট সুরা ও উড়ুম্বর পাঠাইতে পারি, কিন্তু গ্রীক্ পণ্ডিত বিক্রয় করিবার বিধি নাই *।"

সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতী হায়েরপোলিস নগরে এক দেবীপ্রতিমা ছিল; হিন্দুরা তাঁহাকে নানাবিধ রত্নোপহার প্রদান করিতেন। তত্রত্য দেব-মূর্ত্তি সমুদায়ের আকৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিন্দুদিগের উপহার প্রদান কখনই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ঐ দেবীর সন্নিধানে এক দেব ও এক দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তন্মধ্যে দেব বৃষারূঢ় ও দেবী সিংহবাহিনী †।

এ-প্রকার লিখিত আছে যে, খৃস্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ম্মানি দেশে গিয়া বসতি করেন ও তথায় পিত্তলময় দেব প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তত্রত্য খৃস্টানদিগের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। পরিশেষে তাঁহারাই পরাস্ত হন; দুই পক্ষের ১০৩৯ জন রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করে,

* *Atheneus, cited in the Universal History Vol. XX, chapt. 31. p. 100.*

† *Lucian cited in the Universal History Vol. II. p 284.*

তাহাদের সমাধিস্তম্ভে ত্রিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হয়, খৃষ্টানেরা হিন্দুদের দেবালয় সমুদায় ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করে, ছয় জন ব্রাহ্মণ তাহা নিবারণ করিতে গিয়া সেই স্থানেই হত হয়, সেণ্ট্ গ্রিগরি নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এইরূপ বল প্রকাশ করিয়া এক দিবসে আবাল-বৃদ্ধ ৫০৫০ পুরুষকে খৃস্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বধর্ম্মরক্ষার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়ায় তথাকার এক রাজা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়া দেন *।

পাণ্ড্য রাজ্যের এক রাজা রোম সম্রাট আগস্টসের সহিত মিত্রতা সম্পাদনার্থ দুইবার দূত প্রেরণ করেন। ১৯২৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমকার দূতেরা স্পেইনদেশে উপনীত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং তাহার ছয় বৎসর পরে দ্বিতীয়বারের দূতেরা সেমস দ্বীপে † গিয়া তাঁহার দর্শন পায়। পথে আসিতে আসিতে তাহাদের কয়েকজন পরলোক প্রাপ্ত হয়। সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতী দমিষ্ক ‡ নগরবাসী নিকোলস নামক সুপণ্ডিত ইতিহাসবেত্তা তাহাদের তিন জনের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরাজা দূতগণের

* *Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. V. p. 331—339.*

† *Samos.*

‡ *Damascus.*

সমভিব্যাহারে গ্রীক ভাষায় লিখিত এক পত্র প্রেরণ করেন; তাহার এই প্রকার মর্ম্ম, যথা—"আমি ছয় শত রাজার অধীশ্বর, আপনার সহিত সখ্যস্থাপন আমার পরম প্রার্থনীয়; আমি সর্ব্বপ্রকার যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ে যথাসাধ্য আপনার কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" আটজন হিন্দু ভৃত্য গাত্রে গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া মহারাজ আগষ্টসের নিকট উপহার দ্রব্য সমূহ উপস্থিত করিল। ঐ সমস্ত অসামান্য সামগ্রীর বিবরণ মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ জরায়ুজ সর্প, ও দশ হস্তাধিক দীর্ঘ এক অণ্ডজ সর্প, অন্যূন তিন হস্ত দীর্ঘ এক নদী-জাত কচ্ছপ, এবং গৃধ্র অপেক্ষা বৃহৎ এক তিত্তির পক্ষীর উল্লেখ আছে। দূতগণের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি এথেন্স নগরে অগ্নি-মৃত্যু স্বীকার করিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার সমাধি স্থানে এই প্রকার শিল্প লিপি ছিল, যে "বার্গোসাবাসী জর্ম্ম-নোচাগস * নামক হিন্দু এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন; তিনি স্বদেশীয় লোকের রীত্যনুসারে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন †।"

---

* এই ব্রাহ্মণের নাম (Zarmanochagas) জর্ম্মণোচাগস বলিয়া লিখিত আছে। ইহা শর্ম্মাচার্য্য বা তদনুরূপ কোন শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে।

† *Strabo cited in the Universal History vol. xx. p. 101. 102. Journal of the R.A. Society. No. VI. p. 200.*

এই শেষোক্ত বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বোক্ত আন্তিয়োকসের নিকট গ্রীক্ পণ্ডিত আনয়নার্থ পত্র প্রেরণ ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে এরূপ প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিতেন।

ট্রেজন* নামক রোমীয় সম্রাট্ নানা দেশ জয় করিলে, হিন্দুরাজারা তদ্বিষয়ে অভিনন্দন প্রদানার্থ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন †। অরিলিয়ন্ ‡ নামক রোমীয় সম্রাট্ তাতমোর ¶ দেশ জয় করিলে হিন্দুরা তাঁহার নিকট রাজদূত ও বহুমূল্য উপহার দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যৎকালে তিনি মহা আড়ম্বর সহকারে পরম শোভাকর বিজয়োৎসাহ-সজ্জা করিয়া রাজধানী প্রবেশ করেন, তখন হিন্দুরা আনন্দোৎসাহ প্রকাশার্থ তথায় উপস্থিত ছিলেন §।

এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের দুইজন মণ্ডলেশ্বর ডায়োক্লীসিয়ন ও মেক্সিমিয়ন ** নামক রোমীয় ভূপালদিগের আশ্রয় লইয়াছিলেন ; †† এবং এ

---

* *Trajan.*

† *Universal History vol.* XX. *p.* 104.

‡ *Aurelian.*

¶ *Tadmor or Palmyra.*

§ *Vopiscus cited in the Universal History Vol.* XX. *p.* 104. 105.

** *Dioxlesian and Maximion.*

†† *Universal History. vol.* XX. *p.* 105.

প্রকার প্রামাণিক ইতিহাস আছে যে, সিংহলের রাজা ক্লাডিয়স নামক রোমীয় চক্রবর্ত্তীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে সকল ভূপাল কনষ্টাণ্টইন * নামক রোমীয় রাজ্যেশ্বরের সহিত মিত্রতা সম্পাদনার্থ তাঁহার সমীপে রাজদূত সহকারে বহুমূল্য উপঢৌকন দ্রব্য প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে হিন্দু রাজারাও ছিলেন। তদ্ভিন্ন এ প্রকার আর এক লিপি আছে যে, কোন ভারতবর্ষীয় রাজা তাঁহাকে বিস্তর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সামগ্রী উপহার দিয়াছিলেন †। তদ্ব্যতিরেকে অনেকে জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে, ভারতবর্ষীয় ভূপতিসকল এণ্টনাইনস পায়স, থিয়োডোসিয়স, হিরাক্লাইয়স ও জষ্টিনিয়ন ‡ নামক রোমীয় সম্রাটদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ¶, এবং খৃস্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় ফলিত জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতেরা রোম নগরে অবস্থিতি করিয়া ফলাফল গণনার্থ নিযুক্ত থাকিতেন §।

এইরূপ বিক্রমাদিত্য সম্বতের প্রথম শতাব্দী অবধি ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা যে রোম রাজ্যে গমনাগমন করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রামাণিক ইতিহাস প্রাপ্ত

---

* *Constantine.*

† *Universal History. vol. XX. p. 105.*

‡ *Antoninus Pius, Theodosius, Heraclius, Justinian.*

¶ *Universal History. vol. XX. p. 104 and 107.*

§ *Juvenal's Satire Sat. 6.*

হওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন২১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে আফ্রিকা-খণ্ডে কার্থেজ দেশে তাঁহাদের যাতায়াত ও তদ্দেশীয় লোকের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রচলিত থাকিবার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। খৃষ্টাব্দের ২৫২ বৎসর পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপে রোমীয় সেনাপতি মেটেলস সিলর * ও কার্থেজীয় সেনাপতি অসড্রুবাল † উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম হইলে কার্থেজীয় লোকের বিস্তর ক্ষতি হয়, এবং তন্মধ্যে তাহাদের কতকগুলি ভারতবর্ষীয় হস্তী ও হিন্দু হস্তিপ মৃত ও ধৃত হয়। অতএব হিন্দু মাহুতেরা যে আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে গিয়া অবস্থিতি করিত তাহার সন্দেহ নাই ‡। পরে প্লীনি নামক রোমীয় পণ্ডিত স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, কার্থেজীয়

---

* *Metelus Celer.*

† *Asdrubal.*

‡ এইরূপ বর্ণনা আছে, যে কার্থেজীয় লোকেরা যুদ্ধকালে হস্তিপৃষ্ঠে কাষ্ঠময় আমারি স্থাপন করিত, এবং প্রত্যেক হস্তীর উপরে ২২ জন করিয়া যোদ্ধা ও এক এক জন হিন্দু হস্তিপ উপবিষ্ট থাকিত। হিন্দুরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সজ্জা করিয়া বিপক্ষদলের ভয়োৎপাদন করিত, এবং যৎপরোনাস্তি উগ্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সমাধা করিত। ন্যূনাধিক ২০৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্তিয়োকস্ ইউপেটর (Antiochus Eupator) নামে সীরিয়া দেশের এক রাজা য়িহুদিদিগের সহিত সংগ্রামকালে আমারি সম্বলিত কতকগুলি ভারতবর্ষীয় হস্তী লইয়া গিয়াছিলেন, প্রত্যেক হস্তীতে ৩২ জন করিয়া যোদ্ধা ও এক জন হিন্দু হস্তিপ ছিল। অনেকে অনুমান করেন, যে লাটিন ভাষায় হস্তীর বারস, বারিটস প্রভৃতি যে সকল তদনুরূপ নাম আছে, তাহা সংস্কৃত বারণ শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে। *Universal History. Vol. Xvii. p. 551 and 552.*

লোকেরা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যযোগে ভূরি ভূরি অমূল্য পদ্মরাগ মণি প্রাপ্ত হইতেন *।

এ বিষয়ে আর এক পরমাশ্চর্য্য ইতিহাস আছে। খৃষ্টাব্দের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এক্ষণকার ১৯৬০ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু বণিক্ সমুদ্র যান আরোহণ পূর্ব্বক ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী জর্ম্মণীয় সাগরে উপস্থিত হয়, এবং তথায় ভগ্নতরণি হইয়া জর্ম্মণি দেশে সমুদ্রতটে উপনীত হয়, ও স্বয়েবিয়া দেশের রাজা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রোমীয় রাজপ্রতিনিধিকে প্রদান করেন। ভূমণ্ডলের অন্য কোন প্রাচীন জাতীয় লোক পোতারূঢ় হইয়া এরূপ দীর্ঘ পথ গমন করে নাই। ফিনিসিয়ার জগদ্বিখ্যাত দুঃসাহসিক পোত-বণিকেরাও স্বদেশ হইতে এ প্রকার দূরতর দেশ গমন করে নাই। এই পরম প্রয়োজনীয় ইতিহাসের প্রামাণ্য বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। অতএব তাঁহাদের উত্তমাশা অন্তরীপ বা উত্তর মহাসাগর গমন পূর্ব্বক রুষ তাতার বেষ্টন করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভাবিত কি না, এবং এই সকল মহাসাহসিক হিন্দু বণিকেরা ভুবনবিখ্যাত কলম্বস্ ও বাস্কডিগামার ন্যায় অতুল যশোভাজন হইতে পারেন কিনা, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন †।

---

* *Universel History. vol. xvii p. 529 and Note. y.*

† এই অদ্ভুত ব্যাপার ভারতবর্ষীয় লোকের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যোৎ

কর্ণেল উইলফোর্ড এই সমুদায় প্রমাণের অনেক ভাগ ও অন্যান্য প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যে বহু অধ্যয়ন ও ভূরি দর্শন করিয়া বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যখন পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলির স্বমূলত্ব স্থাপিত হইল, তখন অবশিষ্ট কয়েকটিও পশ্চাদুদ্ধৃত হইল। খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষীয় বিস্তর লোক

সাহ বিষয়ে পরম প্রয়োজনীয়, অতএব ইংরেজী গ্রন্থ হইতে তদ্বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Pliny the elder relates the fact, after Cornelius Nepos, who, in his account of a voyage to the North, says, that in the consulship of Quintus Metellus Celer, and Lucius Afranius (A U. C. 694, before Christ 60), certain Indians, who had embarked on a commercial voyage, were cast away on the coast of Germany, and given as a present, by the king of Seuvians to Metellus, who was at that time proconsular governor of Gaul. "Cornelius Nepos de septentrionali circuitu tradit, Quinto Metello Celari, Lucii Afranii in consulatu collegæ, sed tum galliæ proconsuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui ex India comercii causa navigantes, tempestatibus essent in Germanium Abrepti' Pliny. lib. ii,s, 67. The work of Cornelius Nepos has not come down to us; and Pliny, as it seems. has abridged too much. The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjecture, whether the Indian adventurers sailed round the cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean, and thence into the Northern seas; or whether they made a voyage still, more extraordinary passing the island of Japan, the coast of Siberia, Kamschatska, Zembla in the Frozen Ocean, and thence round Lapland and Norway, either into the Baltic or German Ocean.—*Tacitus translated by Murphy. Philadelphia. 1836. p. 606 Note 2.*

মিশর রাজ্যের রাজধানীতে * গিয়া অবস্থিতি করিত, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সেবেরস † নামে এক বিদ্যা-বিশারদ রোমীয় পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্বকীয় গৃহে বহুতর ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, ও তাঁহা-দিগের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য ও সম্মান প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তণ্ডুল ও খর্জ্জুর তাঁহাদের খাদ্য ও জলমাত্র তাঁহাদের পানীয় ছিল। তাঁহাদের ব্যবহার বিষয়ে এই রূপ এক পরম কৌতুকজনক আখ্যান আছে যে, তাঁহারা নগরের পরম শোভাকর অট্টালিকাদি দর্শনার্থ প্রার্থিত হইয়াও তাহা দৃষ্টি করেন নাই ‡। নোনস নামে এক মিসর দেশীয় কবি ¶ স্বকৃত কাব্য মধ্যে কথা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রায় বহু অভ্যাস আছে, এবং স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধে তাঁহাদের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি হয়। বিদ্যাবিশারদ সুবিচক্ষণ উইলসন্ সাহেবও এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে আরবি ও হিন্দু নাবিকদিগের পোত দ্বারা মিসর দেশের

---

* আলেগ্‌জাণ্ড্রিয়া নগরে।

† *Severus.*

‡ *Ptolemy & Damascius cited in the Asiatic Researches vol. X. p. 111 and 113.*

¶ ইনি খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

হত ভারতবর্ষের অত্যন্ত যোগাযোগ ছিল, তাহার সংশয় নাই *। আর অতি পূর্ব্বকালাবধি হিন্দুরা যে আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্বাংশে জোকতরদিউ অর্থাৎ সুখতরদ্বীপে বাস করিয়া আছে, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। এ প্রকার লিপি আছে যে ২০৮৯ বৎসর পূর্ব্বে এক হিন্দু হস্তিপ বৃহৎ ফ্রিজিয়ার † প্রান্তবর্ত্তী কোন নদীতে পতিত হইয়াছিল, এ প্রযুক্ত সেই নদীর হিন্দু নাম হয়। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রীশ দেশে সচরাচর হিন্দু দাস দাসী প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্ত্তী কলচিস দেশে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বাস আছে। আর হেসিচিয়স্ নামে এক গ্রন্থকর্ত্তা লেখেন যে, থ্রেস দেশের সিন্ধি নামক লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়া তথায় বাস করে ‡।

ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রাধ্যাপনার্থ হিন্দু পণ্ডিতেরা যে আরবি ভূপালদিগের সভায় গমন করিয়াছিলেন, ও তথায় অবস্থিতি করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট ইতিহাস আছে ¶। সেই পূর্ব্ব রীত্যনুসারে

---

* *Asiatic Researches. vol.* XVII. *p. 619 and 620.*

† *In Asia minor.*

‡ *Several Greek authors cited in the A. Researches. vol.* X. *p. 107.*

¶ এক প্রধান ফরাসি গণিতবেত্তার মতে ইউরোপীয় লোকেরা আরবীদিগেরও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের দশগুণোত্তর সংখ্যার রীতি অবগত ছিলেন। Humboldt's Cosmos by Sabine. 1848. p, 226.